Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

3/359

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

(আলোচনা)

LIBRARY
No. 3/359
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

(৪র্থ ও ৫ম ভাগ)

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই, বি-এ,
কর্ত্তৃক আলোচিত।

মূল্য এক টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঅন্নদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে
ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই কর্তৃক প্রকাশিত।
গ্রাম—পলাশী, পোঃ—মাঝিপাড়া
(জেলা— ২৪ পরগণা)

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই প্রণীত :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (আলোচনা)

(১)	ঐ	১ম ভাগ	৸৹
(২)	ঐ	২য় ও ৩য় ভাগ	১৲
(৩)	ঐ	৪র্থ ও ৫ম ভাগ	১৲
(৪)	মায়া-মুক্তি		২৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বপ্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আলোচনা (প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্ত্তৃক সাধারণ পাঠাগারের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে (১৯৫৮—৫৯)।

7|156

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার মতামত :—

--ঃ যুগান্তর ঃ–

"শ্রীম (মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত) লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের যে সকল অমৃতবাণী আছে, তাহার যেগুলি স্বামীজীর হৃদয়তন্ত্রীতে গভীরভাবে ঝঙ্কার তুলিয়াছে, তিনি শুধু সেইগুলি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। মল্লিনাথ যেমন কালিদাসের কাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়া অমর কাব্যের রসধারা সহজপেয় করিয়াছেন, স্বামীজীর টীকাও সেইরূপ কথামৃত আরও স্পষ্ট ও সরল করিয়া দিয়াছেন। যুগের অবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীর রূপ পাঠকের প্রকৃতিভেদে বিভিন্নরূপে ধরা দেয়। কালোবাজারী, মুনাফাখোররাও তাঁহার বাণী নিজেদের বিবেক-বৈরাগ্যের প্যালারূপে ব্যবহার করিতে পারেন। সেরূপ স্থলে ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাইয়ের ভাষ্যের প্রয়োজন খুব। অভ্যস্ত লেখনীর মুখে ঠাকুরের বাণী বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে।" (২৯. ৩ .৫৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

AMRITA BAZAR PATRIKA

"The author has taken out salient excerpts from late saintly writer Mahendra Gupta's immortal work, "Sri Sri Ramkrishna Kathamrita" and elaborately dilated upon them to make the Master's sayings easier for the common run of readers. Sri Ramkrishna's teachings, though expressed in the common man's language, contained abstruse truths which require clarification and elucidation for their application in day to day practical life. In this work he has been immensely successful. The books will help readers clearly grasp the inner meaning of Sri Ramkrishna's sayings." (24. 5. 59)

—ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ—

মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (শ্রীম) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত যে সব বাণী সঞ্চয়ন করিয়াছেন, সে গুলি বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিবিশেষ। সমগ্র বিশ্ব আজ সেই সব সহজ সরল অমৃতবাণী আস্বাদনের জন্য সবিশেষ আগ্রহশীল। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্রহ্মচারিজী কথামৃতের উপর জ্ঞান ও ভক্তিমূলক যে তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণীয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

(২৪. ১১. ৫৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7|156

—ঃ দৈনিক বসুমতী ঃ—

'শ্রীম' কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের কয়েক খণ্ড বহু বিখ্যাত ও বহু প্রাচীন। তার মধ্যে পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহামূল্য বাণীসমূহ যা হিন্দু শাস্ত্রসার হিসাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত, তা লিপিবদ্ধ হয়েছে কথা প্রসঙ্গে। এই বাণী-গুলি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত হলেও আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম প্রভৃতি যোগদর্শনের সারতত্ত্ব নিহিত ছিল তার মধ্যে। ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে, উপমার সাহায্যে সেগুলি ব্যক্ত হয়েছে। আলোচিত গ্রন্থের গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' থেকে উক্ত বাণী-সমূহ সংগ্রহ করে, তার মর্ম্মার্থ সহজ সরল ভাষায় সাধারণ ব্যক্তিগণের জন্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে। ভক্তগণ এ থেকে যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যও অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। (১৯. ৭. ৫৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আলোচনা (৪র্থ ও ৫ম ভাগ) প্রকাশিত হ'ল। দ্বাপরের শেষে 'গীতা' বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর কলির শেষে 'কথামৃত' রেখে গেলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। যে যুগে জীব উদ্ধারের প্রয়োজনে যেমন শিক্ষার দরকার, ভগবান নিজে অবতীর্ণ হ'য়ে সেই যুগোপযোগী শিক্ষা দিয়ে যান। ভগবানের কৃপা ভিন্ন যেমন ভগবানকে ধরা যায় না, তেমনি তাঁর কৃপা ব্যতীত তাঁর বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ভিন্ন তাঁর বাণী আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। ইতিপূর্ব্বে যে তিন খণ্ডের আলোচনা প্রকাশ করেছিলাম তাই প'ড়ে কতিপয় সুধী ভক্তজন আমাকে (৪র্থ ও ৫ম ভাগ) আলোচনা লিখতে উৎসাহিত করেছেন এবং উক্ত আলোচনা খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের উৎসাহবাণী আমাকে (৪র্থ ও ৫ম ভাগের) আলোচনা লিখতে প্রেরণা দিয়েছে।

জনৈক সহৃদয় বন্ধু (তিনি নিজ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এ পর্যান্ত বইয়ের ছাপা খরচ বাবদ আমাকে ৩০০৲ টাকা সাহায্যদান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনার মাধ্যমে প্রচার করতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। মহতের এই দান সার্থক হউক। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন তাই প্রার্থনা করি।

আশা করি পূর্ব্বোক্ত বই গুলির ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণও ভক্তজনের কাছে সমাদৃত হবে। আমাদের আশ্রমের আচার্যদেব শ্রীমৎ সাধু সতীশ ভাইয়ের শ্রীচরণতলে বসে যে শিক্ষা ও জ্ঞানালোক পেয়েছি, শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করতে উহাই আমাকে বিবেকরূপে পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

ইতি—

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRA
...NAR.

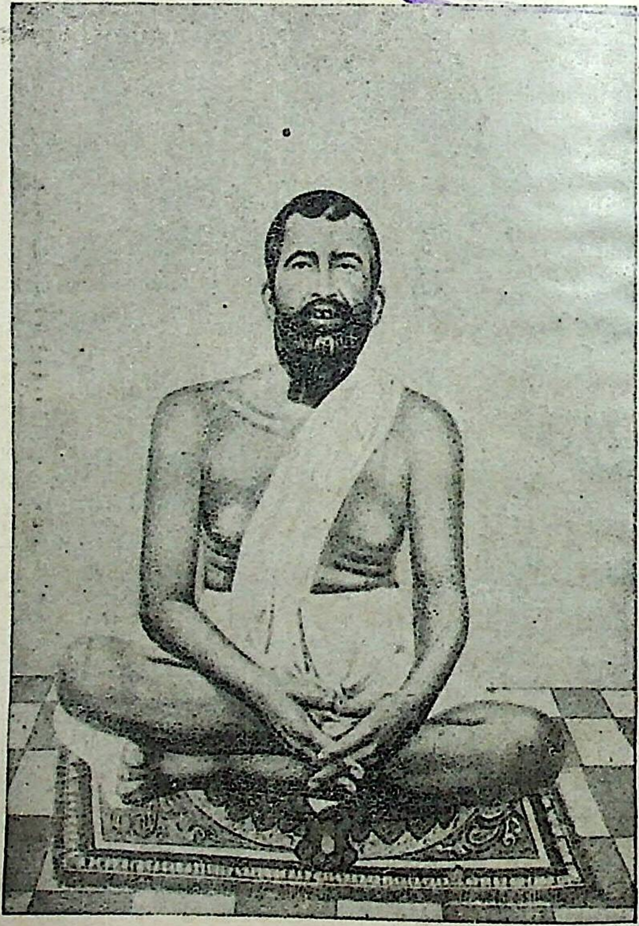

জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.......... Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

(আলোচনা)

৪র্থ ভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখ্‌লে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা ক'রতে ক'রতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। সাকাররূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়-ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটী রূপ উঠ্‌ছে দেখা যায়। অবতারও একটী রূপ। অবতারলীলা সেই আদ্যাশক্তিরই খেলা।" (পৃষ্ঠা—১১)

আলোচনা।

বাবার ঐ টাঙ্গান ফটোগ্রাফ কিছু কাচ, কাঠ ও কাগজের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু উহাতে বাবার প্রতিকৃতি আঁকা আছে ব'লে, ঐ ফটো দেখলে বাবার কথাই মনে পড়ে। সেইরূপ প্রতিমা কিছু মাটি খড় ও বাঁশের সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নয়—আবার যখন ঐ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যেয় দেবতার শ্রীপাদপদ্মে যখন আমরা অঞ্জলি প্রদান করি, তখন সেই জগজ্জননীর কথাই আমাদের মনে পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠবে যে বাবাকে আমরা দেখেছি, সেই কারণেই তাঁর ফটো দেখলে বাবাকে মনে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু জগজ্জননীকে ত আমরা কখনও দেখিনি, তবে কেমন ক'রে তাঁর কথা মনে পড়বে?—এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রতিটি মানুষের হৃদয় অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। সেই জগজ্জননী নিজে পূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপিনী। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মার চিৎ-জ্যোতিঃ প্রতিটি মানব-হৃদয়ে বিরাজিত। মানুষ নিজে যখন সেই জগজ্জননীর অংশ, তখন সেই জগতের মাকে মনে পড়া ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই মায়ের দেওয়া কিছু বিষয় সম্পদ লাভ ক'রে, অথবা উহা পাবার জন্য আসক্তি বশতঃ আমরা আত্মজ্ঞানহারা হ'য়ে আছি এবং জগজ্জননীকেও ভুলে গেছি। প্রতিমা পূজা আমাদের সেই ভোলাভাবকে ফিরে পেতে সাহায্য করে। যাঁরা জগজ্জননীকে লাভ করবার আশায় ভক্তির সঙ্গে প্রতিমা পূজা করেন, সময় হ'লে মা কৃপাবশতঃ প্রকট হ'য়ে ভক্তকে দর্শন দানে কৃতার্থ করে' থাকেন। প্রতিমা পূজা ক'রেই সাধক রামপ্রসাদ মায়ের নিত্য সত্যস্বরূপ দর্শন ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে মায়ের নিত্যরূপ বলা হয়। আর মায়ের সাকাররূপ ভক্তের ভাব অনুযায়ী প্রকট হ'য়ে থাকে। অবতারগণ সেই পরব্রহ্মের বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

7/156

জগন্মাতার সাকাররূপের জীবন্ত বিগ্রহ। এই কারণেই বলা হ'য়েছে— অবতারলীলা সেই আদ্যাশক্তিরই খেলা। পূজা ফটোতেই হউক, অথবা প্রতিমাতেই হউক না কেন,—যাঁরা একাগ্রচিত্তে এই পূজা নিবেদন ও প্রার্থনা নিয়ে থাকেন, তাঁরা একদিন না একদিন জগজ্জননীর প্রকট দর্শনলাভ অবশ্য ক'রবেন। এই কারণেই ঠাকুর বলেছেন, প্রতিমা পূজা যাঁরা করেন তাঁদের পথ সহজ। জলে যেমন ভুড়ভুড়ি, সাগরে যেমন হিম লেগে বরফের চাঁই ভাসে, তেমনি সচ্চিদানন্দ সাগরে ভক্তের ভক্তি হিম লেগে চিদ্‌ঘন বিগ্রহের অর্থাৎ অবতাররূপের প্রকাশ হয়। ভক্ত তখন জগতের মাকে অবতাররূপে লাভ ক'রে ধন্য হয়। ভগবানকে অবতাররূপে লাভ ক'রে প্রতিমা পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়ে গেল। এই অবতারগণই হলেন জগদ্‌গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়্ পড়্ শব্দ, আর আগুনের ঝাঁঝ। সব শেষ হ'য়ে গেলে ছাই পড়ল— তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়। শেষে শান্তি।" (পৃষ্ঠা—৭)

আলোচনা।

মানুষ পৃথিবীতে এসে যে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার মূলে র'য়েছে আসক্তি অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণা। বাসনা কামনাযুক্ত মনকে তুলনা করা হ'য়েছে অগ্নিপ্রজ্বলিত কাঠের সঙ্গে। কাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ আগুনে পোড়ে, ততক্ষণ চট্ চট্ শব্দ শুনা যায়—সেই কাঠ পুড়ে যখন ছাইয়ে পরিণত হয়—তখন সেই ছাই থেকে আর কোন শব্দ বেরোয় না। মানুষের মনে যতদিন বাসনা ও আসক্তি আছে, ততদিন সে নিজেকে নানা কর্ম্মের সঙ্গে জড়িত ক'রে রাখে। এই কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত উৎসাহ উদ্দীপনা-গুলি শত সহস্র বার উত্থান পতন ও ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে তাকে টানা হিঁচড়া ক'রতে থাকবে। এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সংস্পর্শে এসে মানবমন অনবরত আন্দোলিত হচ্ছে, সুখ ও দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে। এখানে অগ্নিপ্রজ্বলিত কাঠের সঙ্গে কামনা ও আসক্তিযুক্ত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মানব-মনের তুলনা করা হ'য়েছে। অবশেষে কাঠ পুড়ে যখন ছাইয়ে পরিণত হল, তখন তাতে আর কোন শব্দ থাকে না। তেমনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে, আসক্তি-শূন্য মানবমন তখন হ'য়ে যায় ছাইয়ের মত প্রশান্ত। সেই মনে তখন আর কোন বাসনা কামনা থাকে না—পরমানন্দময় ঈশ্বরকে লাভ ক'রে মানবমন তখন কর্ম্মপাশ হতে মুক্ত হ'য়ে শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল কখনও বা ঝড়ে নর্দ্দমায় গিয়ে পড়ল। ঝড় যেদিকে লয়ে যায়—আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।" (পৃষ্ঠা-৪)

আলোচনা।

সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হ'য়ে চলতে হয়। ভগবান তাঁদের দিয়ে যা করাবেন তাঁরা তাই ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। মহাপুরুষদের নিজেদের কোন বাসনা কামনা নেই ব'লে, তাঁরা কেবলমাত্র ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে যান। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের মনে কোন কামনা থাকে, ততদিন তাকে নিজ কর্ত্তৃত্ববোধে সেই কামনা পূরণের জন্য কাজ করতে হয়। ততদিন তাকে নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ ক'রতে হয়। ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর্ম্মজাল ছিন্ন ক'রে সে বাইরে আসতে পারে না। এই সংসারের সুখ ও দুঃখের ঘাত ও প্রতিঘাতে অনবরত আন্দোলিত হ'তে হ'তে অবশেষে মানুষ চায় এই সুখ ও দুঃখকে অতিক্রম ক'রে চলে যেতে। তখন আসে তার মুমুক্ষু অবস্থা। এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ কেউ সাধনার ফলে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হন। ঈশ্বর লাভের ফলে ভক্তের কর্ম্মের ধারা পালটে যায়। ভগবানকে পেয়ে ভক্ত তখন মুক্তকাম। জগতের কর্ত্তার দেখা না পেয়ে এতদিন যে লোক নিজেকে কর্ত্তা জ্ঞান ক'রে এসেছে—আজ সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে লাভ ক'রে সেই লোক নিজ কর্ত্তৃত্ববোধ হারিয়ে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রেছে। এই আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে ঝড়ের এঁটোপাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এঁটোপাতাকে ঝড়ে যে দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, এঁটোপাতা সেই দিকেই গিয়ে পড়ে। সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও তেমনি ভগবানের ইচ্ছাধীন হ'য়ে চলতে হয়। ঈশ্বর লাভের পরে ভক্ত বুঝতে পারে যে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছাধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সকলই তোমারই ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি;
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি"—

ঈশ্বরের শক্তির খেলা ভক্ত তখন সর্ব্বত্র দেখতে পেরে তার নিজের শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয় এই বোধ সে লাভ ক'রে থাকে। তার নিজের বলতে এখন আর কিছু নেই, কাজেই সে আর কি নিয়ে অহংকার করবে? এখন তার অহংকারটা পোড়া দড়ির মত। পোড়া দড়িকে দড়ির মত দেখতে—কিন্তু একটু ফু দিলেই ওটা উড়ে যাবে। এখন ভক্তের বিদ্যার অহংকার—এতে এখন আর অবিদ্যা নেই। 'আমি দাস, তুমি প্রভু। আমি অংশ আর তুমি পূর্ণ।' এই অবস্থা লাভ ক'রে রামপ্রসাদ গেয়েছিল—

"প্রসাদ বলে ভব সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।"

এই অবস্থাকেই ঝড়ের এঁটোপাতা হওয়া বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"শুধু পড়লে কি হবে? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়—আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।" (পৃষ্ঠা-৩৯)

আলোচনা।

দুধের কথা শোনা, চোখে দুধ দেখতে পাওয়া—আর ঐ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া—এই তিন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

যথেষ্ট। আবার ভক্তদের মধ্যেও তেমনি শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। যাঁরা সবে মাত্র সাধনার পথে পা দিয়েছেন তাঁদের বলা হয় প্রবর্ত্তক। এঁরা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন, ফোঁটা তিলক কাটেন, এবং বাহ্যিক বেশভূষা ও আচার বিচার নিয়ে এঁরা থাকেন। আর যাঁরা ঈশ্বরের চিন্তা, ধ্যান, কীর্ত্তন এই সব নিয়ে থাকেন—তাঁদের বলা হয় সাধক। যাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন ক'রেছেন, অর্থাৎ শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করেছেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ। আর যাঁরা সিদ্ধের সিদ্ধ—তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে অহরহ তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। যাঁরা দুধের কথা (অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা) কেবল শুনেছেন—তাঁরা হলেন প্রবর্ত্তক ও সাধক শ্রেণীর পুরুষ, আর যাঁরা দুধ দেখেছেন, (অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করেছেন) তারা হ'লেন সিদ্ধ, আর যাঁরা দুধ খেয়েছেন (অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছেন) তাঁরা হয়েছেন সিদ্ধের সিদ্ধ শ্রেণীর পুরুষ। এইজন্যই ঠাকুর বলছেন যে 'শুধু পড়লে কি হবে?' অর্থাৎ যাঁরা শাস্ত্রপড়া ও পাণ্ডিত্য জাহির করা নিয়ে দিন যাপন করেন, তাঁরা ত শুধু প্রবর্ত্তক শ্রেণীর পুরুষ ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রবর্ত্তক শ্রেণীর লোক হ'য়ে এঁরা যদি গুরু সাজেন তাহলে মানুষকে ঠকান হয় না কি? এই কারণেই দুধ আগে খাওয়া দরকার, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে আগে পরিচয় হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনী কাঞ্চন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা তুচ্ছ হ'য়ে যায়।" (পৃষ্ঠা-৩৪)

আলোচনা।

এখানে ঠাকুর কামিনী কাঞ্চন ভোগের মধ্যে যে সুখ পাওয়া যায় তাকে চিটেগুড়ের পানার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ হ'লে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দকে মিছরির পানার সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। ভগবান হ'লেন অনন্ত প্রেম-পারাবার। সদ্‌গুরু-কৃপায় এবং আরাধনার ফলে যখন ভক্তের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত প্রেমের ফোয়ারার মুখের ছিপি খুলে যায়। তখন ভক্তহৃদয়ে মহা ভাবের প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় ভক্ত উল্লাসে নৃত্য করতে থাকেন। ঠাকুর বলতেন—'এই অবস্থায় সাধকের যে আনন্দ লাভ হয়, তা সংসারীদের রমণ-সুখের তুলনায় কোটিগুণ বেশী। মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র লোমকূপ পর্য্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণসুখ অনুভব হয়।' বিষয়সংস্পর্শজাত সুখ ও মহাভাবজনিত আনন্দের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বিষয়-সুখ মাত্রাহীনরূপে ভোগ ক'রতে ক'রতে মানুষ হয় উন্মাদ হ'য়ে যাবে, না হয়ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে মরবে। এই কারণেই এই আপাত মধুর সুখকে ঠাকুর চিটে গুড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অপর পক্ষে যিনি ঐ প্রেমানন্দ লাভের অধিকারী হ'য়েছেন, তিনি অমরত্ব লাভ ক'রেছেন। জরা, ব্যাধি, ও দুঃখ দৈন্য তিনি অতিক্রম ক'রতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্ষম হয়েছেন। কাজেই এই অবস্থাকে ঠাকুর মিছরির পানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই অবস্থা যাঁর লাভ হয়েছে, তিনিই হলেন প্রকৃত প্রেমিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অবস্থা লাভের পরে আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। সংসার সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আচণ্ডালে প্রেমদান ক'রতে তিনি তখন গৃহ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।—

"কে ওই চলেছে যতি বেশে সেজে
নদীয়ার পথ মাঝে ;
হরি হরি বলে, মিলে দলে বলে,
চলে হেলে দুলে নেচে।
পরণে রক্ত কোঁচান ধুতি,
কটিতে উড়ানি বেঁধেছে যতি,
চন্দনে চর্চ্চিত হেম অঙ্গটি,
হের, ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে।
প্রেম উল্লাসে ভেসে আঁখিনীরে,
"হরি হরয়ে নমঃ" বলিছে কাতরে,
আগু আগু যায় ফিরে ফিরে চায়,
গোরা যারে হেরে সেই মজে।
যত নরনারী পিছু পিছু ধায়,
হরিধ্বনি দিয়ে ধরণী কাঁপায়,
সবে বলে পাপীতাপী চলে আয়,
পুণ্য দিন আজ এসেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্য প্রতিমা গোলক হইতে,
নামিয়া এসেছে প্রেম বিলাইতে,
পাপী তাপী দীন দুঃখী উদ্ধারিতে,
হরি নামামৃত সিঞ্চে।
উর্দ্ধবাহু হয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে
পাপী তাপী অঙ্গে পড়িছে ঢলিয়ে,
আজ, পুণ্য পরশে তরাতে এসেছে,
আচণ্ডালে প্রেমাবেশে।
ধূলা ধূসরিত যুগল চরণ,
যেন ধূম্র মেঘে ঢাকা তরুণ তপন,
কত প্রেমী হায় ঐ চরণে লুটায়,
প্রেম আঁখিনীরে ভেসে।"

—মা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তবে একটু সাধনা করা দরকার, গুরুই সব করেন। তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর, একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় ক'রে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।" (পৃষ্ঠা-৫৯)

আলোচনা।

ঠাকুর বলতেন, "ডিমের ভিতর ছানা বড় না হ'লে পাখী ঠোকরায় না। সময় হ'লেই পাখী ডিম ফুটোয়"— পাখী যেমন সময় হ'লে ডিম ফুটোয়—সদ্‌গুরুও তেমনি সময় হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তকে দীক্ষা দান ক'রে থাকেন। দীক্ষা দান ক'রে সদ্‌গুরু শিষ্যকে স্বাধীনভাবে চলতে দেন না। স্বাধীনভাবে চলতে দিলে শিষ্যের পতনের ভয় থাকে। গুরুশক্তি সর্ব্বদা শিষ্যের পেছনে থেকে কাজ ক'রে থাকেন। এইরূপে সংসারে চলার পথে শিষ্য গুরুশক্তির কার্য্যকলাপ্ ক্রমে ক্রমে অনুভব ক'রতে থাকেন। অনেক মহাপুরুষের জীবনী পাঠ ক'রলে জানতে পারা যায় যে গুরুশক্তি তাঁদের পেছনে থেকে অগ্রগতির পথে তাঁদের কতখানি সাহায্য করেছেন, বিপদে সম্পদে কতভাবে তাঁদের রক্ষা ক'রেছেন।

এখানে কাঠুরে গাছ কাটছে, তার মানে সদ্‌গুরু শিষ্যের ষড়রিপু, অহংকার, বিষয়াসক্তি ও রজঃ তমঃ গুণ প্রভৃতির প্রাবল্যকে ক্রমশঃ বিনাশ করছেন। গাছটা বারয়ানা কাটা হ'য়ে গেলে পরে কাঠুরিয়া একটু সরে দাঁড়ায়, তখন গাছটা নিজেই ভেঙ্গে পড়ে। সেইরূপ সদ্‌গুরু শিষ্যের মনের মলিনতা ও দুর্ব্বলতার বেশীর ভাগ দূরীভূত ক'রে দিয়ে তিনি একটু দূরে সরে থাকেন এবং ভক্ত তখন কি করে তাই দেখেন। গুরু কৃপায় শিষ্য যে শক্তি লাভ ক'রেছে, সেই শক্তিবলেই শিষ্য বাকী পথটুকু অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত কর্ত্তিত বৃক্ষের ন্যায় শিষ্য তখন সাধনমার্গে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ে।—

"জীবন সমরে মোরে যে শক্তি সঁপিলে আজ।
ওহে গুরু কল্পতরু, শোভে যেন হৃদি মাঝ ;
যেন সেই শক্তি বলে, রিপুচয় যাই দলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্য প্রতিমা গোলক হইতে,
নামিয়া এসেছে প্রেম বিলাইতে,
পাপী তাপী দীন দুঃখী উদ্ধারিতে,
হরি নামামৃত সিঞ্চে।
উর্দ্ধবাহু হয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে
পাপী তাপী অঙ্গে পড়িছে ঢলিয়ে,
আজ, পুণ্য পরশে তরাতে এসেছে,
আচণ্ডালে প্রেমাবেশে।
ধূলা ধূসরিত যুগল চরণ,
যেন ধূম্র মেঘে ঢাকা তরুণ তপন,
কত প্রেমী হায় ঐ চরণে লুটায়,
প্রেম আঁখিনীরে ভেসে।"

—মা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তবে একটু সাধনা করা দরকার, গুরুই সব করেন। তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর, একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় ক'রে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।" (পৃষ্ঠা-৫৯)

আলোচনা।

ঠাকুর বলতেন, "ডিমের ভিতর ছানা বড় না হ'লে পাখী ঠোকরায় না। সময় হ'লেই পাখী ডিম ফুটোয়"— পাখী যেমন সময় হ'লে ডিম ফুটোয়—সদ্‌গুরুও তেমনি সময় হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তকে দীক্ষা দান ক'রে থাকেন। দীক্ষা দান ক'রে সদ্‌গুরু শিষ্যকে স্বাধীনভাবে চলতে দেন না। স্বাধীনভাবে চলতে দিলে শিষ্যের পতনের ভয় থাকে। গুরুশক্তি সর্ব্বদা শিষ্যের পেছনে থেকে কাজ ক'রে থাকেন। এইরূপে সংসারে চলার পথে শিষ্য গুরুশক্তির কার্য্যকলাপ ক্রমে ক্রমে অনুভব ক'রতে থাকেন। অনেক মহাপুরুষের জীবনী পাঠ ক'রলে জানতে পারা যায় যে গুরুশক্তি তাঁদের পেছনে থেকে অগ্রগতির পথে তাঁদের কতখানি সাহায্য করেছেন, বিপদে সম্পদে কতভাবে তাঁদের রক্ষা ক'রেছেন।

এখানে কাঠুরে গাছ কাটছে, তার মানে সদ্‌গুরু শিষ্যের ষড়রিপু, অহংকার, বিষয়াসক্তি ও রজঃ তমঃ গুণ প্রভৃতির প্রাবল্যকে ক্রমশঃ বিনাশ করছেন। গাছটা বারয়ানা কাটা হ'য়ে গেলে পরে কাঠুরিয়া একটু সরে দাঁড়ায়, তখন গাছটা নিজেই ভেঙ্গে পড়ে। সেইরূপ সদ্‌গুরু শিষ্যের মনের মলিনতা ও দুর্ব্বলতার বেশীর ভাগ দূরীভূত ক'রে দিয়ে তিনি একটু দূরে সরে থাকেন এবং ভক্ত তখন কি করে তাই দেখেন। গুরু কৃপায় শিষ্য যে শক্তি লাভ ক'রেছে, সেই শক্তিবলেই শিষ্য বাকী পথটুকু অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত কর্ত্তিত বৃক্ষের ন্যায় শিষ্য তখন সাধনমার্গে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ে।—

"জীবন সমরে মোরে যে শক্তি সঁপিলে আজ।
ওহে গুরু কল্পতরু, শোভে যেন হৃদি মাঝ ;
যেন সেই শক্তি বলে, রিপুচয় যাই দলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার পাই গো কৃপাবলে এ ভিক্ষা হে প্রেমরাজ ।
যেন শক্তি অনুযায়ী, সদা কার্য্য করে যাই,
অন্তে পদে স্থান পাই নিয়ে সে অপূর্ব্ব সাজ।
(সে অপূর্ব্ব সাজে সেজে হারি জিতি নাহি লাজ।)

—মা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ. চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটী রূপ।" (পৃষ্ঠা—৭১)

আলোচনা।

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তির কথা অর্থাৎ পুরুষ আর তাঁর প্রকৃতির কথা বলছেন। যখন ব্রহ্ম কারণ-রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখন সেই পুরুষকে বলা হয় চিদাত্মা, আবার যখন তিনি কার্য্যরূপে প্রকাশ পান, তখন তাঁকে চিৎশক্তি অথবা প্রকৃতি ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়। ধীর স্থির প্রশান্ত সাগর যেন চিদাত্মা। প্রশান্ত সাগর যেন কারণ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান। আবার তাঁর কার্য্যরূপে যখন আমরা শক্তির খেলা দেখতে পাই, তখন দেখি যে সাগরে অসংখ্য ঢেউ উঠেছে। প্রশান্ত সাগর যেন চিদাত্মা আর তাঁর ঢেউ-গুলি যেন চিৎশক্তি। সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে আমরা পুরুষ ব'লে থাকি—আবার যখন তিনি আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশিত হন এবং তা'তে যখন আমরা জীব জগতের প্রকাশ দেখতে পাই, তখন ব্রহ্মের এইরূপ বিকাশকে আমরা প্রকৃতি ব'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

অভিহিত করি। বস্তুতঃ অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি তেমনি অভেদ। যেমন অগ্নি না থাকলে তার দাহিকা শক্তিকে আমরা অনুভব করতে পারতাম না, যেমন জলের অবর্ত্তমানে তার ঢেউ দেখা যায় না, তেমনি পুরুষ না থাকলে তার প্রকৃতির বিকাশ সম্ভব হত না।

এই পুরুষকে স্থূল দৃষ্টির সাহায্যে দেখা যায় না বলে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ব'লে মনে ক'রে থাকে। মানুষ এই জড় প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ ক'রে খুব বড় বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কর্ত্তারূপে খ্যাতিলাভ করতে পারে, কিন্তু যে পর্যান্ত না সে এই প্রকৃতির মূলীভূত কারণ সেই পুরুষকে জানতে পারছে, সেই পর্যান্ত তার এই জ্ঞানের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা সে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। যে মূলাধারকে আশ্রয় ক'রে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে, সেই মূলাধারকেই পুরুষ বলা হয়। এই পুরুষকে আশ্রয় ক'রতে পারলেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রক্ষা পাবার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই। এই পুরুষকে স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায় না কেন?

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥"

তিনি চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম, তাই তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর অজ্ঞাত ব'লে অতি দূরে, এবং আত্ম স্বরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে যিনি জানতে পেরেছেন সেই জ্ঞানীর তিনি অতি নিকটে ।—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ।

কেহ ধ্যানের দ্বারা কেহ বা শুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন ক'রে থাকেন, আবার কেহ বা সাংখ্য যোগ অথবা নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের দ্বারা তাঁকে লাভ ক'রে থাকেন

শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ নিজ নিজ আত্মারূপে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ, এই কারণেই তিনি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে বর্ত্তমান। আবার এই পুরুষ কার্য্যরূপে মা-রাধা অর্থাৎ চিৎশক্তি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, আবার এই চিৎশক্তি অংশ অংশ হ'য়ে নানারূপ পরিগ্রহ ক'রেছেন তার মধ্যে ভক্তগণ হ'য়েছেন তাঁর বিশিষ্ট রূপ। তাই ঠাকুর বলেছেন—চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা, ভক্তগণ ঐ চিৎশক্তির এক একটী রূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"চা'লের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতর চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান করে না। কিন্তু ছাখো, একসের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী! তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।" (পৃষ্ঠা—৭৮)

আলোচনা।

ভগবান জীবজগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন; সেই সঙ্গে কি ক'রে এই সৃষ্টিকে বহাল রাখা যায়,তার উপায়ও তিনি উদ্ভাবন ক'রে রেখেছেন। সব লোক যদি মুক্ত হ'য়ে যায়, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন লাভ ক'রে যদি তাঁরা ঈশ্বরীয় আনন্দে ডুবে থাকে, তাহলে সংসারী হ'তে আর কেহ রাজী হবে না। কাজেই এক্ষেত্রে ভগবানের সৃষ্টি-লীলা বাধা প্রাপ্ত হবে। তিনি চান তাঁর জীব জগতের লীলাখেলা বেশ কিছুকাল ধরে চলুক। সৃষ্টিকার্য্য চালাতে হ'লে মানুষকে সংসারে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

এই কারণেই মানুষের মনকে বহির্মুখ ক'রে রাখবেন বলে প্রলোভনের বস্তুসকল মানুষের নাগালের মধ্যে এনে রেখে দিলেন। এরাই হল কামিনী ও কাঞ্চন। ইন্দ্রিয়জন্য মানুষের ভোগবাসনামুখী মন (খই মুড়কিতে আসক্ত ইঁদুরের মত) ওই সকল অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে পড়ল। তখন ভগবানকে ভুলে গিয়ে এই মায়ার পায়ে আত্ম-নিবেদন করে ওরই পেছনে মানুষ রাত দিন ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইঁদুর যেমন হাতের কাছে খই মুড়কি পেয়েই সন্তুষ্ট এবং তাই কড়র মড়র ক'রে খাবে, দূরে যে ঢেকের ভিতরে চাল রয়েছে এবং চালের মূল্য যে খই মুড়কি অপেক্ষা বহুগুণে বেশী, বোকা ইঁদুরগুলি সেই খবর রাখেই না। এই সৃষ্টির প্রায় পনের আনা মানুষের অবস্থা ঐ বোকা ইঁদুরগুলোর মত। বিষয় সম্পদ যাতে বাড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য তারা যে কোন রকম কঠোর কাজ ক'রতে প্রস্তুত আছে কিন্তু ঈশ্বরীয় আনন্দ যে কি পদার্থ এবং তা পেলে কি লাভ হবে এই নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মানসিক অবস্থা তাদের নেই এই হ'ল বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা। তার পরে আসে 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে'—হাজার হাজার লোকের মধ্যে হয়ত একজন ঈশ্বর লাভের চেষ্টা ক'রে থাকেন। 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। আর এই প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে হয়ত কদাচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভে অর্থাৎ ঈশ্বর লাভে সক্ষম হ'য়ে থাকেন।

এইরূপ সিদ্ধপুরুষগণ ঈশ্বরীয় ভুবনমোহনরূপ দর্শন ক'রে ওই রূপ-সাগরে অবগাহন করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন।

"ডুব, ডুব, রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন।"

ওই রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে যারা প্রেম-রত্ন লাভে সক্ষম হ'য়েছেন, তাঁদের কাছে সুন্দরী যুবতী নারীর রূপ চিতার ভস্মের মতই অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়।

ঠাকুর বলতেন মেথর যেমন দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠার ভাঁড় বইতে বইতে অভ্যস্ত হ'য়ে যায় এবং অবশেষে এই কাজ করতে তাদের আর কোন ঘৃণা বোধ থাকে না, বিষয়-মদে মত্ত লোকদের অবস্থাও ঐরূপ।

"বহির্মুখ বলে ইন্দ্রিয় স্বভাব
ভাবিতেছ ভোগে পূর্ণ প্রেমভাব
সকাম বিষয়ে মনে করে লাভ
ছুটিছ জগৎময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অন্তর্মুখী করে ইন্দ্রিয় নিচয়,
করিবারে যদি পার মনোজয়,
হেরিবে তখন পূতিগন্ধময়
মোহময় সমুদয়।"

—রামকৃষ্ণ মন:শিক্ষা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে! ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।" (পৃষ্ঠা—৮৭)

আলোচনা।

ভবনদী পার হবার উপায় শাস্ত্রে লেখা আছে। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য হ'ল সেই উপায়কে জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করা। শাস্ত্রের বাণী অনুযায়ী যিনি কাজ না ক'রবেন তাঁর শাস্ত্রপাঠ বৃথা হ'য়ে যায়। শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতে পারা আর ভবনদী পার হ'তে জানা এক কথা নয়। কখনও কখনও একজন সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিকে মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে থাক্‌তে দেখা যায়—আবার একজন অপণ্ডিত ব্যক্তি যাঁর শাস্ত্র পাঠ ক'রবার মত বিদ্যা নেই, অথচ যিনি এই মায়ানদী পার হ'য়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত লাটু মহারাজ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত না হয়েও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহা কি করে সম্ভব? কারণ হ'ল এই যে, শাস্ত্র পড়ে সাধনা না ক'রলে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই সাধনা নেই ব'লে পণ্ডিত হ'য়েও বস্তুলাভ হয় না—আবার কোন নিরক্ষর ব্যক্তি যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সাধুর মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে তাঁর মর্ম্ম বু'ঝে যদি সেই অনুযায়ী সাধনা করেন, তাহলে তিনিও বস্তুলাভে সক্ষম হন এবং ভবনদী পার হ'য়ে চলে যান। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প ঠাকুর বলেছিলেন। সেই গল্পটি এখানে দেওয়া গেল—"নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো। একজন পণ্ডিত খুব বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছিলো। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি, বেদ বেদান্ত ও ষড়দর্শন'। একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—'বেদান্ত জান ?' সে বল্লে, 'আজ্ঞা না'। 'তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান' ?—'আজ্ঞা না।' পণ্ডিত সগর্ব্বে কথা বলিতেছেন এবং লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময় ভয়ঙ্কর ঝড়ে নৌকা ডুবতে লাগল। তখন সেই লোকটি বল্লে,—'পণ্ডিতজী,আপনি সাঁতার জানেন' ? পণ্ডিত বল্‌লেন 'না'।

সে বল্লে, 'আমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি '—এখানে সাঁতার জানা মানে ভবনদী পার হ'তে জানা। ঐমূর্খ লোকটী ভবনদী পার হ'য়ে গেল—আর পণ্ডিত লোকটী কিন্তু ডুবে গেল" !—

"বেলা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়া মন,
উত্তরিতে ভবনদী কি ক'রেছ আয়োজন !
আয়ুস্সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়া না দেখ তায়,
বদ্ধ হ'য়ে মিছে মায়ায় হারিয়েছ তত্ত্বজ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"জীব জগৎ আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের আমি আছে ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাটলে পর আর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই নাই ! তখন নিজের আমি পর্য্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে।" (পৃষ্ঠা-১১৬)

আলোচনা।

ঠাকুর ব'লতেন—"বাজীকর, আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা ত অনিত্য, স্বপ্নের মত।" এখানে বাজীকর হলেন ঈশ্বর, আর জীব জগৎ হ'ল তাঁর খেলা। এই লীলার মধ্যে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ছোট বড়, আলো অন্ধকার, বিদ্যা অবিদ্যা সব কিছুই আছে। যে 'আমির' সাহায্যে মানুষ এই পার্থিব লীলা সম্ভোগ করছে, যে আমির দরুণ মানুষ নিজের পৃথক অস্তিত্ব বোধকে লাভ ক'রেছে, যে আমি কখন বা বিদ্যামায়া আবার কখন বা অবিদ্যামায়াকে আশ্রয় ক'রে থাকে,—সেই 'আমির' উৎপত্তি হ'ল কি ক'রে ? আবার ওই আমি বাজীকরের বাজীর মত কি ক'রেই বা অদৃশ্য হ'য়ে যায়, এই প্রশ্ন মানব-মনে উঠা স্বাভাবিক।—

"সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গুপ্ত রহস্যে মগন
আত্মশক্তি বৃদ্ধি হেতু জগৎ সৃজন।
এক আমি বহু হ'য়ে বহুরূপী সেজে,
একেরেই মঙ্গল সদা যাচি তাঁর কাছে।
বহু রংএ বহু ঢংএ একেরে সাজাই
বহু গুণে বহু জ্ঞানে একেরে বাড়াই।
এক হতে অভ্যুদয় একেতে বিলয় ;
একেরে বাড়াতে সৃষ্টি প্রয়োজন হয়।
যতক্ষণ একাকারে দুই না মিশিবে,

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্রষ্টা সৃষ্টি ততক্ষণ থাকিয়া যাইবে।
লীলা খেলা হেতু নহে সৃষ্টি সমুদয়
কার্য্যোদ্ধার তরে জীব শিব ভিন্ন হয়।"

—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—

উপরোক্ত কবিতাটির মধ্যে ঠাকুর এই আমিগুলির উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেছেন।

মানুষ 'আমি', 'আমি' ক'রছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে তার আমিকে দেখতে পাচ্ছে কি? যদি সে বলে 'এই দেহটাই ত আমি'! এর উত্তরে বলব—এই দেহকে বিশ্লেষণ কর দেখি' বলত এর মধ্যে কোনটা তোমার 'আমি'! হাড়, মাংস, রক্ত, নাড়ী ভুঁড়ি, মেদ, মজ্জা—এই গুলির মধ্যে কোনটা তোমার 'আমি' বল্‌তে পার কি?

যখন মানুষ এই দেহকে বিশ্লেষণ করে তার আমিকে খুঁজে পায় না এবং যে দিন থেকে তার আমিকে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা জাগে, সেই দিন থেকেই তার সাধনা আরম্ভ হয়, আর এই আমিকে জানবার পরে তার সাধনার সমাপ্তি ঘটে।

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং ন বা শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে, ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং",—এই চিদানন্দরূপ শিবকে যে দিন মানুষ জানতে পারবে সেই দিনই কেবল তার প্রকৃত আমিকে সে খুঁজে পাবে। সেই 'শিব-আমি' থেকেই এই 'বহু আমির' প্রকাশ হ'য়েছে। এই শিবোঽহং অবস্থায় সাধকের দৃষ্টি-পথ থেকে জীব জগৎরূপ লীলা অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। সাধক তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ত্রিগুণাতীত ; সে তখন তাঁর চিন্ময় আত্মজ্যোতিতে আলোকিত। ভগবানের মায়াশক্তি তখন আর তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে না। অবিদ্যার আমিতে মায়া থাকে, আর বিদ্যার আমিতে দয়া থাকে। সাধক তখন মায়া এবং দয়া উভয়কে পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়। তিনি তখন শুদ্ধ বোধরূপে অবস্থান করেন। সাধকের হৃদয়ে তখন পূর্ণ জ্ঞানের দীপ জ্বলতে থাকে। সেই দীপের তীব্র আলোকে এই জীব-জগৎ-রূপ লীলা আর দেখা যায় না। সূর্য্য-কিরণের কাছে ক্ষুদ্র দীপাধারের ন্যায় জীবজগৎ তখন এক পার্শ্বে পড়ে থাকে।

একের পেছনে যতই শূন্য বসান যায় ততই সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু শূন্যগুলি মুছে ফেলে দিলে সেই একই বর্ত্তমান থাকে। আমাদের এই আমিগুলিও সেইরূপ, ভগবানরূপ একের পিছনে শূন্যরূপে বর্ত্তমান আছে। সাধকের জ্ঞান-অসির আঘাতে যখন মায়ারজ্জু কেটে যায়, তখন তাঁর আমি-রূপ শূন্যটিও মুছে যায় অর্থাৎ এই শূন্য গিয়ে তখন সেই একেতে লীন হয়। তাই ঠাকুর বলছেন—সেই অবস্থায় আমি পর্য্যন্ত বাজীকরের বাজী হ'য়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়। ঈড়া, পিঙ্গলা, আর সুষুম্না নাড়ী, সুষুম্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্ব্বনীচে মূলাধার, তার পর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এই গুলিকে ষড়চক্র বলে। ষড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।" (পৃষ্ঠা-১৩২)

আলোচনা।

ঠাকুর বলতেন, 'বেদমতে এই সব চক্রকে 'ভূমি' বলে'। সপ্তভূমি-লিঙ্গ,গুহ্য,নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ,কপাল ও শিরোদেশ ইহাই হ'ল সপ্তভূমি। সপ্তম ভূমিতে সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব শক্তির মিলন। সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'লে আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা হ'য়ে যায়—সাধকের দৃষ্টিতে আর জীব জগৎ থাকে না। সুষুম্নার মধ্যদেশে যে ছয়টি পদ্ম আছে তারাই যথাক্রমে লিঙ্গ,গুহ্য, নাভি, হৃদয়,কণ্ঠ ও কপাল দেশে অবস্থিত। সাধকের ব্যাকুল প্রার্থনার ফলে 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগ্রতা হন; তার পরে ঐ শক্তি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এইসব পদ্ম ক্রমশ: পার হ'য়ে হৃদয় মধ্যে অবস্থিত অনাহত পদ্মতে এসে অবস্থান করে। এখানে যখন সাধকের মন এসে যায়, তখন আর স্ত্রীলোক অথবা বিষয় সম্পত্তির আকর্ষণ সাধকের মনে থাকে না। সাধক তখন নিজ হৃদয়ে জ্যোতিঃ রূপে স্বরূপ-কে দর্শন ক'রে আনন্দিত হন। কুণ্ডলিনী যখন অনাহত পদ্মকে অতিক্রম ক'রে বিশুদ্ধ পদ্মতে আসে, তখন সাধক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন বৈষয়িক প্রসঙ্গ নিয়ে চর্চ্চা ক'রতে পারেন না। তার পরে ঐ শক্তি ষষ্ঠভূমি অর্থাৎ আজ্ঞা পদ্মে এলে পরে সাধকের তখন ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। সাধক তখন ঐ রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন ক'রে ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চান। কিন্তু সপ্তভূমিতে অর্থাৎ সহস্রার পদ্মে ঐ শক্তি না উঠা পর্য্যন্ত সাধক ঝাঁপ দিতে পারেন না। তারপরে সহস্রারে ঐ শক্তি এলে পরে সাধকের মন গিয়ে তখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানেই হ'ল জীবে শিবে মিলন। এরই নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। ঠাকুর এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে বলতেন 'মহাবায়ু'। আবার বলতেন যে এই মহাবায়ুর গতি পাঁচ প্রকারে অনুভূত হয়। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষীবৎ, তির্য্যগ্‌বৎ। এই বিষয়ে ঠাকুর নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তাই দেওয়া গেল—

"কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিড়্ শিড়্ ক'রে—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে। কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহা বায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে—আমোদ করে। আমি চুপ ক'রে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়। তাই ত' তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠি। আবার কখনও পাখীর মত ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায়ু উঠ্‌তে থাকে! যে ডালে বসে সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপে ক্রমে মাথায় উঠে। কখনও বা মহাবায়ু তির্য্যক্ গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে! ঐরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এসে সমাধি হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। ঐটী দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণ প্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। হ'য়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া চলে।" (পৃষ্ঠা—১৬৬)

আলোচনা।

ঠাকুরের এই বাণীগুলির মধ্যে মানব-দেহ ধারণ করার উদ্দেশ্য কি এবং এই দেহ-ধারণের প্রয়োজন কতদিন তাই বলা হ'য়েছে। আমরা রোজ চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ জীবকে মরতে দেখছি আবার লক্ষ লক্ষ জীবকে জন্মগ্রহণ ক'রতে দেখছি। যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে যাই। এইরূপে আসা আর যাওয়া দেখছি। কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমরা কয়জন-ই বা চিন্তা ক'রে থাকি!

এই স্থূল পঞ্চভূত নিয়ে আমাদের স্থূল দেহ, আবার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নিয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ। এই স্থূল ও শূক্ষ্ম আবরণদ্বয়ের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যরূপী আমাদের জীবাত্মার অবস্থিতি।

আমরা যখন যেরূপ দেহ লাভ ক'রে থাকি, তখন আমরা নিজেকে সেইরূপ প্রাণী বলে মনে করি। মানবদেহ পেলে নিজেকে মনে করি মানুষ, দেব-দেহ পেলে নিজেকে মনে করি দেবতা, আবার পশু দেহ পেলে আমরা পশুভাব লাভ করে থাকি। এইরূপে কৃত কর্ম্ম অনুসারে আমরা লক্ষ লক্ষ দেহ লাভ করছি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহ ত্যাগ করছি। এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু জন্ম সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে যাপন করবার পরে অবশেষে এক জন্মে জিজ্ঞাসা জেগে উঠ্‌ল—কেন আমি এমন ক'রে সুখ ও দুঃখের সঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছি—আমি কি এবং আমার এ দশা কেন? বহু বহু জন্ম ইনি আসা যাওয়া ক'রেছেন। সেই সকল জন্মবৃত্তান্ত ইনি স্মরণ ক'রতে না পারলেও সেই সকল জন্মজনিত সংস্কারগত যে ভাব ইনি পেয়েছেন, সেই সংস্কার একে ভাবিয়ে তুলেছে এতদিন পরে—আমি কি এবং আমি কেন? এই জিজ্ঞাসার পরে সে খুঁজতে থাকে নিজেকে এবং ঈশ্বরকে। তারপর থেকে আরম্ভ হয় তত্ত্বানুসন্ধান। ক্রমাগত অনুসন্ধান ও সাধনার ফলে তার মন যখন পূর্ব্ব-কথিত নিম্ন তিন ভূমি অতিক্রম ক'রে হৃদয়ে আসে, তখন তাঁর আত্মদর্শন লাভ হ'য়ে দেহধারণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

স্বর্ণ-প্রতিমা ঢালাই হবার পরে মাটির ছাঁচটি ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া চলে, কারণ প্রতিমা তখন তৈরী হ'য়ে গেছে। সেইরূপ যখন মানব-মন আত্মসাক্ষাৎ লাভ করে, তখন সেই শুদ্ধ মন গিয়ে শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। যে মন এতদিন এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে নিজের আশ্রয়স্বরূপ মনে ক'রেছে, আজ সেই মন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ ক'রে নিজের নিত্য আশ্রয়-ভূমি খুঁজে পেয়েছে। এখন এই দেহটা তাঁর কাছে উপরোক্ত ঢালাই করা স্বর্ণ-প্রতিমার ছাঁচের মত প্রতিভাত হয়। স্বর্ণ-প্রতিমা ঢালাই করবার ছাঁচের ন্যায় লক্ষ লক্ষ দেহ-রূপ ছাঁচের প্রয়োজন হয় মানব-মনকে ঢালাই করবার জন্য (অর্থাৎ আত্মদর্শন করাবার জন্য)। আত্মসাক্ষাৎকার হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

মানব-মন হয়ে যায় তখন আত্মারাম,—তখন থেকে তার আর এই দেহরূপ ছাঁচের প্রয়োজন হয় না এবং এই সংসারে যাতায়াত থেকে সে চিরতরে অব্যাহতি পায়। তখন তার কামনা ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'য়ে গেছে।—

"আলোয় আলোয় কবে আমায়, নিয়ে যাবে ঘরে মোর ?
কবে আমি হেরব স্বামি ! মোহ যামি হ'ল ভোর ?
আমারে চিনিতে আমি
কত লক্ষ যোনি ভ্রমি ;
ভ্রম যে আমার ঘুচিল না, ভাঙ্গিল না মোহ ঘোর।
জানাল না কেহ মোরে, কে আমি সাধু না চোর ?
কোথা হতে যে এসেছি,
এসে হেথা কি করেছি,
কতবার যে এসে গেছি, কে করে তাহারি ওর ?
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, ঝরে আমার আঁখি লোর।"

—মণিমালা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনিই মহাকারণ—কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল-মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ। এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।"

(পৃষ্ঠা-২১৪)

আলোচনা।

ঠাকুর বলতেন 'যাহা আছে ভাণ্ডে—তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'—আবার বলতেন 'যত্র জীব তত্র শিব !' এক একটী জীব যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

71158

একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা প্রতিটি জীবে বর্ত্তমান। একটা মানুষকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাই যে—পঞ্চভূত নিয়ে তার স্থূল দেহ আছে, আবার মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নিয়ে তার সূক্ষ্ম দেহ আছে, আবার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মানুষের মূলাধার চক্রে কারণরূপে অবস্থান করছেন, আর সেই কারণের কারণ মহাকারণ অর্থাৎ শুদ্ধআত্মা প্রতিটি মানব-হৃদয়ে জ্যোতি: রূপে বিরাজ করছেন। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের নিজ নিজ ভাণ্ডেতেই সব আছে, অথচ আমরা সে খবর রাখিনা বলে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য আমরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই। এক ব্যক্তির হাতে লণ্ঠন রয়েছে কিন্তু সে তামাক খাবার জন্য টিকে ধরাতে পার্শ্বের বাড়ীতে গিয়ে আগুন চাইছে—অথচ তার নিজের হাতে লণ্ঠনের মধ্যে যে আগুন রয়েছে, এদিকে তার দৃষ্টি নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ওইরূপ। মানুষের হৃদয়ে ভগবান রয়েছেন অথচ মানুষ ভগবানকে খুঁজছে দেশ দেশান্তরে গিয়ে।

"আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারো ঘরে
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।"

—রামপ্রসাদ—

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই' তিন অবস্থা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই মহাকারণ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মা কখনও পরিণাম প্রাপ্ত হন না। ইনি অজর, অমর, নিত্য, সত্যরূপে বর্ত্তমান, তাঁর আদি ও অন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না—তিনি শান্তি ও আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই আছেন, মুখে ব'লে তাঁর স্বরূপ কেউ বোঝাতে পারবে না। অথচ তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু আর যা কিছু সব অনিত্য। তাঁকে আশ্রয় ক'রেই জীব জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। যাঁর অস্তিত্বে সব কিছুর অস্তিত্ব বোধ হচ্ছে এবং যিনি আমাদের স্বরূপ, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তিনিই যদি আমাদের স্বরূপ হ'য়ে থাকেন—আমরা যদি সেই অমৃতের তনয় হয়ে থাকি, তাহলে আমরা নিজেকে পঞ্চভূতের সমষ্টি জ্ঞান করে—এই ভূতের খেলা খেলছি কেন?

দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ অনুসন্ধান ক'রে এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁরা যা অনুভব করেছেন সেই অনুভূতির কথা তাঁরা যথাসম্ভব উপমার সাহায্যে প্রকাশ ক'রে গেছেন এবং শাস্ত্রের কথার সঙ্গে তাঁদের বাণীর মিল আছে। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী এর জীবন্ত প্রমাণ।

ধরুন একটী কুম্ভ সাগরে ভাসছে। কুম্ভটী সাগরের জলে পূর্ণ। কুম্ভের মুখটী আবরণের দ্বারা ঢাকা। এই কুম্ভমধ্যস্থ জল যেন জীবাত্মা—আর কুম্ভটী যেন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের সংমিশ্রণে জাত ব্রহ্ম-প্রকৃতি অর্থাৎ মানব দেহ! এই দেহরূপ কুম্ভ বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কুম্ভমধ্যস্থ জীবাত্মা-রূপ জল কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। ওই কুম্ভটী ভেঙ্গে গেলে, কুম্ভ-মধ্যস্থ জল নিজের স্বরূপ তখন বুঝতে পারে। কুম্ভমধ্যস্থ জল এতকাল কুম্ভের মধ্যে অবস্থান ক'রে নিজেকে কুম্ভ ব'লেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে ক'রেছে। এতদিন কুম্ভের মধ্যে অবস্থান ক'রে তার আকারটা কুম্ভের মতই হ'য়েগিয়ে ছিল। এখন কুম্ভ ভেঙ্গে যাওয়াতে ওই কুম্ভস্থিত বারির আত্মবিস্মৃতিরূপ বিকারের ঝোঁক কেটে গেছে। সে এখন সাগরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে এখন সাগর ব'লেই অনুভব করল—আর বুঝল যে ঐ কুম্ভটী ছিল তার একটী মায়িক আবরণ মাত্র।

মানুষও ওইরূপে কুম্ভমধ্যস্থ জলের মত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে আছে। জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় ও চৈতন্যময়রূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজ করছেন, আগুনের ফুলকির মত সেই ব্রহ্মজ্যোতির আলোক কণা প্রতিটি মানব ও প্রতিটি জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান। এখানে মানব দেহকে কুম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে এবং মানবাত্মাকে কুম্ভমধ্যস্থ জলের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। কুম্ভের ন্যায় স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি দেহগুলি এসে যখন জীবাত্মাকে আবৃত ক'রে ফেলে, তখন জীবাত্মার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। ব্রহ্মের অংশ চৈতন্যের উপরেই ওইরূপ আবরণের অর্থাৎ দেহের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে'থাকে। জীবাত্মা মানব দেহ লাভ ক'রে নিজেকে মানুষ জ্ঞান ক'রে থাকে এবং এই দেহকেই তখন নিজের স্বরূপ বলে মনে করে। দেহকে নিজের স্বরূপ জ্ঞান করার দরুণ এই দেহের উপরে আসে তার প্রবল মায়িক আকর্ষণ। সে তখন এই দেহকে কত ভাবে সাজাবে, কত অলঙ্কার ও আভরণে ভূষিত করবে, কত স্নো, আতর, পাউডার এতে লেপন করবে, এত ক'রেও যেন তার তৃপ্তি হয় না—আরও কত ভাবে ইহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজান যায় সেই সকল উপায় উদ্ভাবনে সে আত্মনিয়োগ করবে। অথচ তার চোখের সামনে শতশত দেহ পচে.খসে. গলে যাচ্ছে অথবা ভস্মীভূত হচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐরূপ পরিণাম তার নিজের দেহেরও যে একদিন হবে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করবার মত অবসর তার নেই। এই দেহাত্মবুদ্ধি মানুষকে এতদূর নিম্নস্তরে টেনে নিয়ে যায়, যে সে অহোরাত্র ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থের চিন্তায় পশুবৎ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। হায়! আত্মবিস্মৃতির কি শোচনীয় পরিণাম!

সাধনার ফলে এবং সদ্‌গুরু কৃপায় যিনি এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপ প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রতে পেরেছেন, কেবলমাত্র তিনিই নিজের স্বরূপকে অর্থাৎ সেই মহাকারণ বা শুদ্ধ আত্মা-কে জানতে সক্ষম হ'য়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বাঘ ছাগলের গল্পটী উদ্ধৃত করা গেল। লোকশিক্ষার জন্য এই গল্পটীর উপযোগিতা যে কতখানি তা' পড়লেই বুঝতে পারা যাবে।—

—"ন্যাঙ্গটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল। একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হ'য়ে গেল।

সেই ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়,—তার পর একটু বড় হ'লে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে খুব বড় হোলো,—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলের মত দৌড়ে পালায়! একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলের পাল আক্রমণ করলে! সে অবাক হ'য়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,—ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল! তখন ছাগলদের কিছু না বলে ঐ ঘাস খেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো! আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বল্লে, 'এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্। দেখ্ আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমি। তার পর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে সে কোন মতে খেতে চায় না;—তার পর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগ্ল। তখন বাঘটা বল্লে, 'তুই ছাগলের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক্ তোকে! তখন সে লজ্জিত হলো।—

ঘাস খাওয়া কিনা কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পালানো,—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা গুরু যিনি চৈতন্য দান করলেন, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা! নিজের ঠিক মুখ দেখা, কিনা স্বস্বরূপকে চেনা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে। জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো ভাগাড়েই মৃত্যু হোক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবে। তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।" (পৃষ্ঠা ২১৫ ও ২১৭)

আলোচনা।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।"

হে কৌন্তেয় যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যাহা চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সেই চিন্তায় অভিভূত মন লইয়া মৃত ব্যক্তি সেই চিন্তানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

'যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।' বিষয় চিন্তা ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ হ'লে পরে, আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে ঐ বিষয় কর্ম্ম ক'রতে হয়। আবার ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ হ'লে পরে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকেই লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা ভরতের উপাখ্যানে আছে যে ভরত রাজা হরিণ-শাবককে চিন্তা ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন। সেই কারণে—তাঁর হরিণ-যোনি প্রাপ্তি ঘটেছিল। ঠাকুর বলতেন 'মানুষ মনেতেই বদ্ধ, আবার এই মনেতেই মুক্ত। মন যেন ধোপা ঘরের কাপড়, একে যে রংএ ছোপাবে ও সেই রংএই ছুপ্‌বে।' বিষয়-চিন্তারূপ রং দিয়ে যে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোপান আছে সেই মন নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় তা' হ'লে মুক্তির আশা কোথায় ? মনেতে বিষয়াসক্তি যতদিন আছে ততদিন মানুষের মুক্তি হয় না।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মহিমা যে আছে তা সত্য। তাই ব'লে অনেক পাপ ক'রে সেই পাপ-মন নিয়ে গঙ্গায় ডুব দিলে হবে কি ! সঙ্গে সঙ্গে মা গঙ্গা কাউকে পাপ-মুক্ত করেন কি ? মানুষের কর্ম্মফল যাবে কোথায় ? ঠাকুর বলতেন, "পাপ মন নিয়ে লোকে যখন গঙ্গায় নামে—তখন পাপগুলো গাছের ডালে গিয়ে বসে—তার পরে স্নান ক'রে ঐ লোকটা যখন ড্যাঙ্গায় ওঠে তখন ঐ পাপগুলো ঝাঁপ দিয়ে আবার তার ঘাড়ে চেপে বসে।"

এইজন্য এই যুগে নারদীয় ভক্তির কথা ঠাকুর ব'লে গেছেন। সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা এবং তাঁর নাম ও গুণ-গান যাঁরা অভ্যাস করেন এবং সকল কর্ম্মের মধ্যে যাঁরা এই চিন্তাকে বহাল রাখতে পারেন, তাঁরাই কালে জ্ঞান লাভের অধিকারী হন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তি তাঁর করতল-গত ; এই অবস্থায় তাঁর যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন মুক্তি তাঁর হবেই।

"ঈশ্বর চিন্তায় মন ! নশ্বর বিনাশ,
নশ্বর বিনাশে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস।
বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি মুক্ত কর্ম্মপাশ ;
নশ্বরে আসক্ত র'লে অন্তে হা হুতাশ !"

—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তবে প র্ণ-জ্ঞান হ'লে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না, মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না—যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। লীলা ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছে-ই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেল্লে দুল্লেও জল। হেলে দোলা থেমে গেলেও সেই জল।"

(পৃষ্ঠা-২৫৪)

আলোচনা।

ঠাকুরের এই কথাগুলি হ'ল সাধন মার্গের শেষ কথা। যতক্ষণ এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহতে আত্মবুদ্ধি থাকে এবং যতদিন এই জীব জগতের উপর মায়িক আকর্ষণ আছে, ততদিন পূর্ণজ্ঞান হয় না। মায়ার দরুণ এই অনিত্যকে নিত্য ব'লে বোধ হয়। এই পৃথিবীকে স্থায়ী বাসস্থান ব'লে বোধ হবার দরুণ এবং এই শরীর ও আত্মীয় স্বজনদের চির আপনার বলে জ্ঞান হবার ফলে মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এমন ক'রে খাটছে। এই লীলাকে লীলা ব'লে বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের এমনি ক'রেই আসা আর যাওয়া চলতে থাকবে।

"স াঁঝের বেলা তরী যখন গেল ওপারে,
ওরে পারের যাত্রী! তখন কোথা ছিলি রে?
কোন আবেশে কিসের বশে,
বেহুঁস হ'য়ে ছিলি ব'সে,
হুঁস হ'ল ভোর তরী ছেড়ে গেলে তবে রে,
সময় যখন বয়ে গেল, এলি তার পরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওরে অবুঝ মূর্খ-ওরে, বারে বারে এমনি ক'রে,
কাজের বেলা অকাজ নিয়ে,
কেন রে তুই থাকিস পড়ে'
কতবার তুই তল্পি নিয়ে
এলি গেলি বেগার দিয়ে
ওরে বেহুঁস্! ফিরিস নে আর
যাস যদি পারে,
খেয়া ঘাটে সজাগ হয়ে থাকিস এবারে।"

—মণিমালা—

এমনি ক'রে চলতে চলতে অবশেষে মানুষ যখন এই সংসারটাকে খেয়াঘাট রূপে ধারণা ক'রতে সক্ষম হয়, তখন সে ভবপারের তরীর জন্য খোঁজ করতে থাকে। অনেক জন্মের মহা-সুকৃতির ফলে মানুষের ভাগ্যে এই তরী লাভ হয়। মহা-পুরুষগণ গুরুরূপে সংসারী জীবকে পার করতে আসেন। উপরোক্ত সঙ্গীতে তাঁদের তরী বলা হয়েছে। মহাপুরুষের সঙ্গলাভ ক'রে মানুষের চৈতন্য লাভ হয়। তখন সংসার অনিত্য ও ঈশ্বর নিত্য, বিবেকরূপে এই বোধ সাধকের হৃদয়ে জাগে। তার পরে আসে ওই নিত্যকে লাভ করবার জন্য পিপাসা। এই পিপাসা-ই হ'ল ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেম লাভের সোপান।—

"চল প্রেম সোপানে চড়িয়া—
শান্তি লভিতে সাধ থাকে যদি
ভ্রান্তি চরণে দলিয়া।
অসার অলীক আশার আশয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলিয়া রয়োনা আর ;
ভুলিয়া যেওনা ভবেশ ভাবনা
যেতে হবে পরপার ;
বৃথা ভোগ নিয়ে ভোগ্য হারায়ে
মুখ্য যেওনা ভুলিয়া ;
লক্ষ বাধা দলিয়া চল,
আপন লক্ষ্য ধরিয়া।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সকলই মিলিবে তোর ;
ঘুচিবে দৈন্য দুঃখ জ্বালা।
কেটে যাবে মায়া ডোর।
সুভাবে বিভোর মন প্রাণ তোর
যাতে হয় মতি রাখিয়া !
ধীরে ধীরে ধীরে বৈরাগ্য বিচারে
চল না আসক্তি নাশিয়া।"

—সখা—

এখন সাধক গুরু-নির্দ্দেশে সাধনার সোপান-শ্রেণী একে একে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে প্রেমরত্ন লাভের আশায়। এমনি ক'রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে সে যখন শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল, তখন সাধকের সৎ চিৎ আনন্দের দর্শন লাভ হল। যা সত্যং শিবং সুন্দরং, যা অস্তি ভাতি প্রিয়, যা শুদ্ধ বোধস্বরূপম্, তাঁর দর্শন লাভে সাধকের জীবন ধন্য হল। তখন আবার অন্তরে ও বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই তত্ত্বের অবস্থিতি সাধক উপলব্ধি করল। তখন তাঁর অন্তরে থেকে থেকে শিবোহহং বাণী ধ্বনিত হ'তে লাগল।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃস্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥"

কোন অস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না। জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী. স্থির, অচল, এবং সনাতন।

গীতার এই বাণীর মর্ম্ম সাধক তখন প্রত্যক্ষ করেন। এই জীব-জগৎ তখন এই পূর্ণ জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মের লীলা-শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। এই ব্যক্তি দেখেন ব্রহ্ম থেকেই এই লীলার আবির্ভাব, ব্রহ্মতেই এর স্থিতি, আবার কালে ইহা ব্রহ্মতেই লয় হয়। মানবাত্মা অবিনাশী সুতরাং এই ভৌতিক দেহের নাশে মানবাত্মার কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় না। এই কারণেই এই অবস্থা লাভের পরে পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে মারা ও মরা এক হয়ে যায়। পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে এই দেহটা আবরণ মাত্র, এই আবরণ থাকল অথবা গেল এই নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কারণ তিনি আত্মারাম। যতদিন শরীর থাকে তিনি একমাত্র আত্মাকে আশ্রয় ক'রে অবস্থান করেন। তিনি দেখেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে একবার ঢেউ উঠ্‌ছে। অর্থাৎ জীব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলিয়া রয়োনা আর ;
ভুলিয়া যেওনা ভবেশ ভাবনা
যেতে হবে পরপার ;
বৃথা ভোগ নিয়ে ভোগ্য হারায়ে
মুখ্য যেওনা ভুলিয়া ;
লক্ষ বাধা দলিয়া চল,
আপন লক্ষ্য ধরিয়া।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সকলই মিলিবে তোর ;
ঘুচিবে দৈন্য দুঃখ জ্বালা।
কেটে যাবে মায়া ডোর।
স্বভাবে বিভোর মন প্রাণ তোর
যাতে হয় মতি রাখিয়া!
ধীরে ধীরে ধীরে বৈরাগ্য বিচারে
চল না আসক্তি নাশিয়া।"

— সখা—

এখন সাধক গুরু-নির্দ্দেশে সাধনার সোপান-শ্রেণী একে একে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে প্রেমরত্ন লাভের আশায়। এমনি ক'রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে সে যখন শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল, তখন সাধকের সৎ চিৎ আনন্দের দর্শন লাভ হল। যা সত্যং শিবং সুন্দরং, যা অস্তি ভাতি প্রিয়, যা শুদ্ধ বোধস্বরূপম্, তাঁর দর্শন লাভে সাধকের জীবন ধন্য হল। তখন আবার অন্তরে ও. বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই তত্ত্বের অবস্থিতি সাধক উপলব্ধি করল। তখন তাঁর অন্তরে থেকে থেকে শিবোঽহং বাণী ধ্বনিত হ'তে লাগল।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃস্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

কোন অস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না। জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী. স্থির, অচল, এবং সনাতন।

গীতার এই বাণীর মর্ম্ম সাধক তখন প্রত্যক্ষ করেন। এই জীব-জগৎ তখন এই পূর্ণ জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মের লীলা-শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। এই ব্যক্তি দেখেন ব্রহ্ম থেকেই এই লীলার আবির্ভাব, ব্রহ্মতেই এর স্থিতি, আবার কালে ইহা ব্রহ্মতেই লয় হয়। মানবাত্মা অবিনাশী সুতরাং এই ভৌতিক দেহের নাশে মানবাত্মার কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় না। এই কারণেই এই অবস্থা লাভের পরে পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে মারা ও মরা এক হয়ে যায়। পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে এই দেহটা আবরণ মাত্র, এই আবরণ থাকল অথবা গেল এই নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কারণ তিনি আত্মারাম। যতদিন শরীর থাকে তিনি একমাত্র আত্মাকে আশ্রয় ক'রে অবস্থান করেন। তিনি দেখেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে একবার ঢেউ উঠ্‌ছে। অর্থাৎ জীব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎরূপ লীলা-ঢেউ উঠ্‌ছে। আবার উহা ঐ সাগরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম কিন্তু সকল অবস্থায় সেই একই ব্রহ্ম। জীব-জগৎরূপ লীলা থাকলেও যিনি, আবার লীলা না থাকলেও সেই তিনিই আছেন। আত্মার ধ্বংস নেই জেনে পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তি মানব দেহের নাশকে জীর্ণ-বাস ত্যাগের মত জ্ঞান ক'রে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"এখন বাহিরে প্রকাশ নেই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।" (পৃষ্ঠা-২৮১)

আলোচনা।

অবতার পুরুষদের চিনতে পারা খুব কঠিন ব্যাপার। ঠাকুর বলতেন—এখানে যারা আসবে তাঁদের থাক দু'রকম। অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ।

যারা বহিরঙ্গ শ্রেণীর ভক্ত, তাঁদের ভক্তি সকাম। পার্থিব বাসনা পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এসে থাকেন, আর যাঁরা অন্তরঙ্গ শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা ঠাকুরের কাছে আসেন ঈশ্বরকে জানবার আশায়। হৃদয়ে যাঁদের ভক্তি আছে, যাঁদের মন সরল এবং যাঁরা ভগবানকে জানবার জন্য ব্যাকুল, তাঁরা হলেন অন্তরঙ্গ শ্রেণীর ভক্ত। অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ভগবানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক অবস্থায় যখন ভাবাবেশে ঠাকুরের অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দর্শন হ'তে লাগল, তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ব্রহ্ম-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাকত—কখন কখন ভাবাবেশে ঠাকুরের বক্ষদেশ লাল হ'য়ে যেত। ঈশ্বরীয় রূপের ঐ রকম বহিঃপ্রকাশ দেখে ঠাকুর বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন যে এই ভাবে ঈশ্বরীয় রূপের প্রকাশ দেখলে ত বহু লোক জড় হবে, আর ঠাকুরকে জ্বালাতন করবে। আসল নকল পরীক্ষা ত' এ ভাবে হতে পারবে না। রূপ দেখেত সবাই মজে—তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু ক্যানসার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কয়জন ভক্ত গ্রহণ করতে পারে—এখন ঠাকুর তাই দেখতে চান, আর কার বিশ্বাসের দৌড় কতখানি তাই যাচাই করতে চান। এতদিন যাবৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সকল শ্রেণীর ভক্ত ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ ক'রেছে। কিন্তু এইবার সবার পরীক্ষার সময় এসেছে।

ঠাকুর রূপ সংকোচনের অভিপ্রায়ে জগন্মাতাকে বললেন 'মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না। ঢুকে যাও। ঢুকে যাও।'—

তারপর থেকে ঠাকুরের দেহ হ'তে লাগল নিষ্প্রভ। অবশেষে ক্যানসার রোগে যখন ঠাকুরের গলদেশ আক্রান্ত হ'ল, তখন ভক্তদের কাছে চরম পরীক্ষা এসে উপস্থিত। যাঁরা বহিরঙ্গ ভক্ত তাঁরা ভাবলেন—'একি, ইনি যদি মহাপুরুষ হবেন তাহলে এমন রোগ হবে কেন?—

এই শ্রেণীর ভক্তদের অন্তর্দৃষ্টি কম—বাহ্যিক চাকচিক্য না দেখলে এঁরা সাধুদের গ্রহণ করতে পারেন না। ঠাকুরের মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত তাঁর সাধনার কথা এঁরা শুনেছেন—কত ভাবাবেশ এঁরা দেখেছেন। কত ঈশ্বরীয় কথা এঁরা ঠাকুরের মুখে শুনেছেন, সেই সব কথা তাঁরা এখন ভুলে গেলেন। মানুষের মনে যতদিন গলদ থাকবে ততদিন এইরূপ ভ্রান্তির হাত থেকে তারা মুক্ত হ'তে পারবে না। এরা এখন ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে একে একে সরে পড়তে লাগলেন।

অন্যদিকে যাঁরা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁরা নিষ্কাম ভাবে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। এই কারণেই বিষয়সম্ভূত মলিনতা থেকে তাঁদের মন মুক্ত। তাঁরা ঠাকুরের ঐ রোগ দেখে ঘাবড়ালেন না। তাঁরা বুঝলেন যে আর্ত্ত ভক্তদের রোগ টেনে নেবার ফলে ঠাকুরের দেহে এই রোগ হয়েছে, অথবা ইহা ভক্তদের উপরে ঠাকুরের একটা কঠিন পরীক্ষা। যে মহাপুরুষ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে লীন হ'য়ে যান—যিনি এই কঠিন রোগের মধ্যে নামগুণ কীর্ত্তন শুনে ভাবাবেশে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে থাকেন—যাঁর কাছে এই দেহটা একটি হাড় মাংসের খাঁচার মত—যিনি দেহে বাস করেও বিদেহ অবস্থায় আছেন, যিনি সুখ দুঃখকে অতিক্রম ক'রে গেছেন—রোগ তাঁর কি করতে পারে? এ বিষয়ে ঠাকুর বলতেন,—"ভাবাবেশ হ'লে গলার অসুখটা এক পাশে পড়ে থাকে।"

বিশ্ববিজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে ওই অবস্থায় একদিন পরীক্ষা করেছিলেন। ঠাকুরের অসুখের তখন খুব বাড়াবাড়ি চলছে, এমন কি তরল খাদ্য পর্য্যন্ত খেতে পারছেন না। এই অবস্থা দেখে স্বামীজী—মনে মনে ভাবলেন এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি ঠাকুর আগের মত বলতে পারেন যে (আমিই সেই অর্থাৎ অবতার) তাহলে আমি বিশ্বাস করব যে ঠাকুর স্বয়ং ভগবান। অন্তর্যামী ঠাকুর স্বামীজীর মনের ভাব বুঝতে পেরে স্বামীজীকে কৃপা করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠ্লেন "যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে স্বামীজী স্তম্ভীত হয়ে গেলেন। এমনি ক'রেই ঠাকুর ভক্ত বাছাই করেছিলেন—অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা ঠাকুরের দয়ায় বিশ্বাস নিয়ে টিকে থাকলেন আর বহিরঙ্গ যাঁরা তাঁরা ঠাকুরের রোগ দেখে বিশ্বাস হারিয়ে সরে পড়লেন।

"কে জানে তোমারে গুরু কল্পতরু নামটি যাঁর।
টানাটানি যতই করি, (আছ) তুমি সত্য নির্ব্বিকার।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, কে তুমি হে ঠাকুর মহান্ত,
ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র চিত্ত, তব মাহাত্ম্য বোঝা ভার।
কেহ বলে ভক্ত তুমি, কেহ সাধক সোঽহং স্বামী
বলে পরমহংস যোগী, প্রেমী নারদ ঋষি কেহ আবার;
আবার কেহ বলে ধরাতলে এসেছিলে তপোবলে
উদ্ধারিতে ছলে বলে পাপী তাপী দুরাচার।
ভেঙ্গে দিয়ে মোহের বাঁধন, করতে প্রেমে বিশ্বপ্লাবন,
এসেছিলে হে নারায়ণ, কলির সন্ধ্যায় পুনর্ব্বার,
ওগো, তুমিই সকল ধর্ম্মের সার;
তোমা বুঝে উঠে সাধ্য কার?"

—মা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

(আলোচনা—৫ম ভাগ)

[৪২]

শ্রীরামকৃষ্ণ।

এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায়—ভক্তি ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই, হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।" (পৃষ্ঠা-১৯)

আলোচনা।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—'চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ, স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।'—ভগবান চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ক'রে, বর্ণাশ্রমীদের স্ব স্ব কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, অন্তর্ব্বহিঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা শাস্ত্রজ্ঞান, ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস—ব্রাহ্মণগণ এই সকল গুণাবলির অধিকারী হ'য়ে থাকেন।

পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্ম্মকুশলতা যুদ্ধে পলায়ন না করা, দানে মুক্তহস্ত ও শাসনক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া, এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

পরিচর্য্যা শূদ্রগণের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন ক'রে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরাকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জনসাধারণ মেনে চলত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের লোকেরা স্বধর্ম্ম পালন ক'রে কালে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত। অবশ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা ২।১ জন্মে সম্ভবপর না হলেও যাঁরা স্বধর্ম্ম অনুযায়ী কাজ ক'রে যান, তাঁদের অগ্রগতি ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আর যাঁরা ইহা পালন না করবেন তাঁদের পতিত হ'তে হয়।

বর্ত্তমান যুগে লোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা একরূপ ভুলেই গেছে। কাজেই এই অধঃপতনের ফলে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশারও অন্ত নেই। পুরাকালে ব্রাহ্মণদের মুক্তিলাভ সহজসাধ্য ছিল। এখন আর সেইদিন নেই, সেইরূপ কঠোর তপস্যা এখন লোকে করতে পারে না। তাই ঠাকুর বলছেন, এই যুগে নারদীয় ভক্তির কথা। এইরূপ ভক্তি যার লাভ হ'য়েছে, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী।

ভক্তের জাতি নাই—তার মানে ভক্ত বর্ণাশ্রমের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে চলে গেছে। যে ব্যক্তির প্রেম ভক্তি লাভ হ'য়েছে তিনি চার বর্ণের সকল লোকেরই নমস্য। ভক্ত নিজেকে ভগবানের অংশ ব'লে উপলব্ধি ক'রে থাকেন এবং সর্ব্বজীবে সেই ভগবানের প্রকাশ তিনি দেখতে পান। কাজেই সবাই যখন এক ঈশ্বরের সন্তান তখন আর জাতের বিচারের অপেক্ষা কোথায়? কাজেই ছোট বড় জাতের জ্ঞান ভক্তের লুপ্ত হয়ে যায়। জাতিভেদ এই অবস্থাতেই উঠে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া জোর ক'রে জাতিভেদ তুলে দিতে গেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের প্রকৃত কল্যাণ তাতে হয় না। পৌরাণিক যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'লেই আমাদের সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হবে। নচেৎ জোর ক'রে জাতিভেদ তুলে দিয়ে সবাইকে একাকার করতে গেলে জাতিকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে। ভগবান সকল বস্তু একাকার ক'রে সৃষ্টি করেন নি। ভাল মন্দ, ছোট বড়, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, স্থূল. সূক্ষ্ম, এইরূপ বিভিন্নতা নিয়েই সৃষ্টির সার্থকতা। তেমনি মানবজাতির মধ্যে উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের সৃষ্টিও তিনি করে'ছেন, এইরূপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভেদ বুদ্ধি থাকবেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"সনাতন হিন্দুধর্ম্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। রসন—চৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায়; অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগ—রাগিণী বাজায়।" (পৃষ্ঠা—৯)

আলোচনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বলছেন। সাকার ও নিরাকার উপাসনার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় এই সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মত ও ভাবধারাগুলি এই সনাতন ধর্ম্মরূপ স্রোতস্বিনী থেকেই প্রবাহিত হ'য়েছে। হিন্দুধর্ম্মের বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি এর সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। এই সনাতন ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন ক'রে এক মহা-মিলনের পীঠস্থান রূপে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশীতে সাত ফোকর আছে। যিনি সাত ফোকর বাজাতে না জানেন, তিনি শুধু এক পোঁ ধরে বাজিয়ে যান। আর যিনি সাত ফোকরের সবগুলিই বাজাতে জানেন, তিনি ওই বাঁশীতে নানা রাগ-রাগিণী বাজিয়ে নিজে আনন্দ লাভ করেন এবং অপরকে আনন্দ দান করেন।

যিনি কেবল ওই এক পোঁ ধরে আছেন, তিনি ঐ সকল রাগ-রাগিণীর মাধুর্য্য থেকে বঞ্চিত। সেইরূপ মানব মনের সাধন-বাঁশীতে নানা ভাবের ফোকর আছে—নিরাকারবাদীর অখণ্ড চৈতন্যরূপের ফোকর ও সাকারবাদীর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ফোকর আছে। যারা নিরাকারের পোঁ ধরে আছেন অর্থাৎ যাঁদের নিরাকারে নিষ্ঠা, তাঁদের ঠাকুর নিন্দা করছেন না। তিনি তাঁদের সাকারবাদীদের টানটুকু নিতে বলেছেন—কারণ এতে ভক্তি প্রেম সহজে লাভ হবে। ব্রহ্ম উপাসক কেশব সেনকে ঠাকুর বললেন—তুমি তাঁকে মা বলে ডেকো, দেখবে তাঁকে কত আপনার বোধ হবে—ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত কাজ ক'রে কেশব সেন সাধন পথে নবজীবন লাভ করেছিলেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাব আশ্রয় ক'রে উপাসনা করলে ভগবানকে লাভ করা সহজ হয়। ভক্তের ভাব অনুযায়ী রূপ পরিগ্রহ ক'রে ভগবান ভক্তের কাছে আসেন —তখন ভক্ত ভগবানের নরলীলা আস্বাদন ক'রে মানবজীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্থক করেন। মা রাধা মধুর ভাবে, হনুমান দাস ভাবে, গোপীমায়েরা শান্ত ভাবে, মা যশোদা বাৎসল্য ভাবে ভগবানের সেবা করেছেন। এই সকল ভাবের অধিকারী হবার যোগ্যতা লাভ চেষ্টা করলে মানুষমাত্রেই সবাই করতে পারে - এ কারও একচেটিয়া অধিকার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"হৃদয় মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়। পূজার আয়োজন করতে হয়; কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজান। তাতে কি হবে।" (পৃষ্ঠা-২৬)

আলোচনা।

লোকশিক্ষা দেবার অধিকারী কে হ'তে পারেন—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর এই কথা কয়টি বলেছেন। মন্দিরে প্রতিমা নেই। পূজার কোন আয়োজন নেই, অথচ শাঁক বাজান হচ্ছে। যাঁর পূজা তাঁকেই আনা হয় নি —এমতাবস্থায় আর শাঁক বাজান কেন? সেইরূপ ঈশ্বর দর্শন না ক'রে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াটাই একটা মস্ত বড় ভুল। বই পড়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুমান ক'রে বক্তৃতা দেওয়া এক কথা, আর ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে বলা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, তার পরে তাঁর আদেশে বক্তৃতা দিলে তবে কাজ হয়। মানুষ একটা জিনিষ নিজে বুঝতে পারলে, তবেই ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে অপরকে সেই বিষয় বোঝাতে সক্ষম হবে। নিজে না বুঝে অপরকে বুঝান কি ক'রে সম্ভব?

সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এবং গুরুর উপদেশ মত চলতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভক্তিলাভের অধিকারী হয়। তার পরে তাঁর আদেশ পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। সেই শিক্ষায় লোকের প্রকৃত কল্যাণ হয়। তা' না হলে শুধু ভোঁ ভোঁ ক'রে শাক ফুকলে (অর্থাৎ কেবল লেকচার দিলে) কি লাভ হবে?

ঈশ্বর দর্শন না ক'রে যাঁরা ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁরা কেবল ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে ওইরূপ ক'রে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রেণীর প্রচারকদের কঠোরভাবে সমালোচনা ক'রে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে তবে ছাড়বেন। কামিনী কাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে তখন ছাড়বেন। হাসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার যো নাই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।" (পৃষ্ঠা-৩৪)

আলোচনা।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আমরা কেন সংসার দশায় পড়ে এত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করছি, কেন আমাদের সংসার-বন্ধন কাটে না—এর কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ঠাকুর উপরোক্ত বাণীর মধ্যে দিয়েছেন। হাসপাতালে রোগীর রোগ নিরাময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পায় না—ডাক্তার সাহেবও রোগীকে চলে যেতে দেন না। তেমনি এই সংসারটাও হাসপাতালের মত—আর এখানে রোগীর দল হয়েছে মানবজাতি। ঠাকুর বলতেন, 'এখানে মানুষগুলো হয়েছে বিকারের রোগীর দল, কামিনীকাঞ্চন ভোগ বাসনারূপ বিকারে এরা পীড়িত। এই পীড়া নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত এদের সংসার বন্ধন ঘুচবে না। যাদের এইরূপ ভোগ ইচ্ছা একেবারে চলে গেছে, তাদের সংসার বন্ধন ঘুচে গেছে, তারাই মুক্ত পুরুষ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে—মানুষের শরীর থাকতে যখন কাম যাবে না—তখন শরীরে কামরিপু থাকতে কামিনী-তে আসক্তি থাকবেই—আবার মনেতে যার কামিনী আছে, তার মনে কাঞ্চনের আসক্তি থাকা স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় মানুষের সংসার বন্ধন ঘুচবে কি ক'রে?

এই প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। মানবদেহে ষড়রিপু আছে বলেই রিপুজয়ের সার্থকতা আছে—রিপু দেহেতে না থাকলে পরে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের প্রশ্ন উঠত না এবং মুক্তির প্রশ্নও উঠত না। এই সংসারে সুখ ও দুঃখ এই দুইটি আমাদের শিক্ষকরূপে কাজ করে। উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ কেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়ে—তবুও সে ওই কাঁটা ঘাস খাবে। তেমনি সংসারীদের মধ্যে যারা বদ্ধ জীব তারা ভোগের পথে নানা অশান্তি ও যন্ত্রনা পেয়ে থাকে, তবুও তারা কামিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

কাঞ্চনের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে। আবার এদের মধ্যে যারা একটু উন্নত শ্রেণীর, তারা এই দুঃখ জ্বালার হাত থেকে কি ক'রে অব্যাহতি পাওয়া যায়—সেইজন্য চিন্তা ও চেষ্টা ক'রে থাকে। এই মুমুক্ষুদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে থাকেন।

"কামিনীর কোল হয় ভুজঙ্গ বিবর,
কাঞ্চন কুৎসিৎ ব্যাধি জ্বালা নিরন্তর।
এই দুই সংসর্গে সংসারে যে রয়,
বিবেকী কদাপী নয় বর্ব্বর নিশ্চয়।"

—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—

ঠাকুর বলতেন—'স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে মনে হয় যেন শিং মাছের কাঁটা বিঁধল'। কাজেই স্ত্রীলোক নিয়ে ভোগের সংসার করা আর ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হল না—সর্ব্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্ম্মিণীর মধ্যে মা আদ্যাশক্তিকেই দেখতে পেলেন। তার ফলে নিজ সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মাতৃভাবের সম্পর্ক ঠাকুরের স্থাপিত হল। অবতার রামকৃষ্ণের পক্ষে যা সম্ভব, সাধারণের পক্ষে তা অসম্ভব। ঠাকুর সেই জন্যই বলে গেছেন দু'একটী ছেলে মেয়ে হ'য়ে গেলে স্বামী স্ত্রী ভাই বোনের মত থাকবে। ঠাকুরের উপদেশ মত যদি সবাই চলতে পারত তাহলে স্বর্গের কিরণ মর্ত্তে নেমে আসত এবং সৃষ্টির চেহারা পালটে যেত। থাক সে কথা।

পূর্ব্বে বলেছি সংসারীদের মধ্যে ত্রিতাপ জ্বালার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেন মুমুক্ষু জীব। তাঁরা কামিনীর কোল যে ভুজঙ্গ-বিবর-সদৃশ এবং কাঞ্চন কুৎসিৎ ব্যাধির মত, এটা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। তাই কি উপায়ে এই 'বিষকুম্ভপয়োমুখম্' সদৃশ বস্তুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় সেইজন্য তাঁরা যত্নবান হন। তখন থেকে আরম্ভ হয় তাঁদের প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির সংগ্রাম। সদ্‌গুরুকৃপায় এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে যে ২।১ জনের (আত্মদর্শন লাভ হয়ে) কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির নিবৃত্তি হয়, কেবলমাত্র তাঁদেরই সংসার বন্ধন ঘুচে যায়, ভব-ব্যাধির হাত থেকে তাঁরাই মুক্তি পান, জীবন সংগ্রামে তাঁরাই বিজয়ী বীর। মহামায়ার মায়ার হাত থেকে অর্থাৎ সংসার রূপ হাসপাতাল থেকে এঁরা উদ্ধার পেয়ে যান। অন্তিমে তাঁরাই অনন্তের সাথে যুক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"আবার আছে, খোসাটী আছে বলে, তবে আমটী বাড়ে ও পাকে। আমটী তয়ের হয়ে গেলে, তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া আমের খোসার ন্যায়। দু-ই দরকার।" (পৃষ্ঠা—৩৮)

আলোচনা।

মায়ারূপ আবরণ যদি না থাকত, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কোন প্রশ্নই উঠত না। এই কারণেই পরব্রহ্মের অচিন্তনীয় মায়া শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে বর্ত্তমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিদ্যা-মায়া ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। অবিদ্যা-মায়া পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় যথা—রস, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিষে আসক্ত করে রাখে। ইহাই ঈশ্বরকে ভুলে যাবার কারণ।

বিদ্যামায়ার প্রভাবে লোকে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক প্রেম, বৈরাগ্য এই সকল গুণাবলি লাভ ক'রে থাকে। অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হয়ে থাকে, আবার বিদ্যার প্রভাবে মানুষ জ্ঞানালোক পেয়ে থাকে। ঠাকুর বলতেন মেয়েদের মধ্যে বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়—আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় সংসারে ডুবিয়ে দেয়। আবার এই বিদ্যা ও অবিদ্যা দু' এরই প্রয়োজন আছে। যেমন আঁধার আছে ব'লে আলোর মূল্য যে কতখানি তা' উপলব্ধি করা যায়। তেমনি বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া আছে ব'লে এই বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে যে সেই সচ্চিদানন্দ, তার গুরুত্ব আমরা বেশী ক'রে অনুভব ক'রতে পারি এবং তাঁকে লাভ করবার জন্য আমরা অবশেষে ব্যাকুল হই।

এই মায়া আছে বলেই মায়ার পারে যাবার প্রশ্ন উঠে—মায়া না থাকলে এই প্রশ্ন উঠত না। পাখী যেমন ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা বে'র করে, এই মায়াও তেমনি এই জীবরূপ ডিমকে তা দিয়ে—এই জীব থেকে শিবকে বে'র করে। তখনই মায়ার কাজ শেষ হ'য়ে যায়। আবার খোসা যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমকে পাকায়—তেমনি এই মায়ারূপ খোসা জীবরূপ আমকে সিদ্ধিলাভ ক'রতে সাহায্য ক'রে থাকে।—

"মায়া মায়া কর চিনিতে না পার
মায়া মূর্ত্তি কে সে জগৎ মাঝে ;
অজ্ঞানতা তব ভোগ অভিনব
অভিনয় করে অপূর্ব্ব সাজে।

কিছু নয় যাহা তারই নাম মায়া
রজ্জুতে যেমন সর্পের ভয় ;
অবিদ্যা অজ্ঞান রেখো এই জ্ঞান
জ্ঞানের বিকাশে মায়ার লয়।

বিবেক যাহার জ্ঞানের আঁধার
সে হেরে না কভু মায়ার কাজ ;
অবিবেকী মরে জড়ায়ে নশ্বরে
মুখে বলে ধরা মায়ার সাঁচ।

স্থূল বুদ্ধি নর না ভেবে ঈশ্বর
সংসার সাগর হইতে পার,
পরিজন নিয়ে অহমে ডুবিয়ে
স্বার্থ-তরী খোঁজে ভাবিয়ে সার।

নাহি দেহে তার জ্ঞানের বিচার
উঠে হাহাকার চৌদিক হতে ;
ভাসায় যখন নশ্বর কারণ—
ধন পরিজন কালের স্রোতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে প্রপঞ্চ মায়া ধরে জীব কায়া
রেখেছে পাতিয়া মোহের ঘর,
নহে এ নশ্বরে কে রহিত পড়ে
ত্যজিয়া অমৃত সু-উচ্চ স্তর।

মায়া অভ্যন্তরে সকলে বিহরে
যোগী ঋষি আদি দেবতাগণ ;
জ্ঞান-রজ্জু ধ'রে সবে যায় পারে,
ডুবে দুঃখনীরে মুগধ জন।

মায়া শত্রু তার ভোগ ইচ্ছা যার,
নহে এ সংসার সুখের অতি ;
আসক্তি ত্যজিয়ে ভোগ্য বস্তু নিয়ে
পড়ে থাক তায় কি আছে ক্ষতি ?

মনে রেখো নিতি সে মোহ-মূরতি
সংসারে আসক্তি রয়েছে যার ;
কিম্বা যে কারণ সংসার বন্ধন
সেই মোহ হায় মায়ার দ্বার ॥"

—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"যে শামুকের ভিতর মুক্তা তয়ের হয়, এমনি আছে সেই শামুক স্বাতি নক্ষত্রের জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয়"।

(পৃষ্ঠা—৮৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনা।

এখানে গুরুদত্ত নামের সঙ্গে স্বাতি নক্ষত্রের জলের তুলনা করা হয়েছে যে শামুক স্বাতিনক্ষত্রের জল নিয়ে একেবারে অতল জলে চলে যায়, সেই শামুকের বিশ্বাস আছে যে এ স্বাতিনক্ষত্রের জলের দ্বারা মুক্তা অবশ্য তৈয়ারী হবে। সেইরূপ উপযুক্ত শিষ্য গুরুদত্ত নাম নিয়ে সাধন মার্গের অতল তলে ডুবে যায়। যতদিন তার ঈশ্বর লাভ না হয়, ততদিন সে সেই ভাবেই ডুবে থাকে।—

"হৃদি ক্ষেত্র যদি অনুর্ব্বরা রয়
কর্ষিত না হয় কালে ;
গুরু বীজ নিয়ে রাখিলে পুঁতিয়ে
বৃক্ষে কি সুফল ফলে ?"

—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—

যে কৃষিকাজ জানে না তার ক্ষেতে ফসল ভাল হয় না—তেমনি অযোগ্য আধারে মন্ত্রদান করলে সেই ব্যক্তির ফললাভ করতে বহু বিলম্ব ঘটে, এবং আশুফল না পাওয়ার দরুন সে ব্যক্তি ওই মন্ত্র হয়ত ত্যাগ ক'রে বসে। গুরু ও শিষ্য উভয়ের যোগ্যতার অভাব থাকলে এইরূপ পরিণাম ঘটে থাকে। গুরুর দূরদৃষ্টি নেই, তিনি অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে অর্থাৎ অযোগ্য পাত্রে মন্ত্রদান ক'রেছেন—আবার শিষ্যটিও নিজের সময় হয়েছে কিনা এবং উক্ত গুরুর দূরদৃষ্টি আছে কিনা সেই বিচার না ক'রেই দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ ক'রে বসেছে। কাজেই ফলও অনুরূপ দেখতে পাওয়া গেল ; কিন্তু তাই ব'লে মন্ত্রে শক্তি নেই তা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা চলে না। যিনি কঠোর সাধনার দ্বারা মন্ত্রশক্তিকে জাগাতে পারেন—তিনি-ই ভাগ্যবান পুরুষ। শামুক যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জলের আশায় অধীর হ'য়ে দিন যাপন করে, তার পরে সময় হ'লে সে যেমন ঐ জল পেয়ে সমুদ্রের অতল তলে ডুবে যায় মুক্তা লাভের আশায়, সেইরূপ উপযুক্ত পাত্র সদ্‌গুরুর কাছে মন্ত্রলাভের আশায় অধীর হ'য়ে দিন যাপন করে এবং ওই জন্য চোখের জলে ঈশ্বরের শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদন ক'রে থাকে। সময় হ'লে সদ্‌গুরু এসে এইরূপ দীক্ষা প্রার্থীকে মন্ত্রদান ক'রে জীবন ধন্য ক'রে দিয়ে যান - শিষ্য তখন ঐ নাম নিয়ে সাধনায় ডুবে যায়—কালে তাঁর ভগবদ্দর্শন লাভ অবশ্য ঘটে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো তাহলে শুকুবে না।"

(পৃষ্ঠা ৮৮—পরিশিষ্ট)

আলোচনা।

ঠাকুর সংসারী জীবদের উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই কথা কয়টি বলেছেন। সংসারীদের অবস্থার কথা বুঝাতে গিয়ে উপমার দ্বারা তিনি বললেন-"এ যে বাগবাজারের পুল! কত বন্ধনেই এ'কে বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে, তারা টেনে রাখবে।" তেমনি বাগবাজারের পুলের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারীদের বন্ধনও অনেক। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সেই বন্ধন যাবার উপায় নেই। সংসারী জীবের মন ঐ পুলের মত নানা বন্ধনে জরিয়ে আছে। এই জরা খুলতে হ'লে গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা সদা সর্ব্বদা প্রয়োজন। কামারশালার লোহা আগুনের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ লাল দেখায়, কিন্তু আগুন থেকে লোহাকে তুলে নিয়ে আলাদা ক'রে রাখলে পরে, কিছুক্ষণ পরে সেই লোহা পূর্ব্বে যেমন কালো ছিল আবার তেমনি কালোই হ'য়ে যায়।

সেইরূপ গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কাজ নিয়ে যতক্ষণ সংসারীরা থাকেন, সঙ্গগুণে ততক্ষণ মন তাঁদের বেশ উন্নত থাকে এবং ঈশ্বরীয় আনন্দও তখন তাঁরা পেয়ে থাকেন। আবার যখন এসব সঙ্গ ত্যাগ ক'রে তাঁরা সংসারী ভাবে ডুবে যান, তখন তাঁরা ওই ঈশ্বরীয় ভাবকে হারিয়ে ফেলেন। এই জন্যই গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা সংসারীদের সদা সর্ব্বদা প্রয়োজন। জলের ভাঁড়কে জল থেকে সরিয়ে আলদা ক'রে রাখলে ভাঁড়ের ঐ জল ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, কিন্তু ঐ জলের ভাঁড় গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখলে, ঐ জল শুকিয়ে যাবে না। সেইরূপ সাধুসঙ্গরূপ গঙ্গাজলে মনরূপ জলের ভাঁড়কে ডুবিয়ে রাখতে পারলে ঐ মন কখনও ঈশ্বরীয় ভাবরূপ রসশূন্য হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঋষিদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্ম্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে; জ্ঞান পথ ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে সব ধর্ম্ম আধুনিক ধর্ম্ম কিছুদিন থাকবে আবার যাবে।" (পৃষ্ঠা-১৪৭)

আলোচনা

যাঁরা সত্যদ্রষ্টা তাঁদের ঋষি বলা হয়। ভারতীয় ঋষিগণ এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। এই সনাতন ধর্ম্মের মূল উৎস হ'য়েছে বেদ। বৈদিক ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা সনাতন তত্ত্ব-সমূহের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়। বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন ক'রে সৃষ্ট হয় নি। বেদ অনাদি। বেদ একঘেয়ে নয়, সকল রকমের উপাসনা বিধি বেদেতে আছে। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের (অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার উপাসনার কথা) এবং অবতারতত্ত্ব ও জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এবং যাগ যজ্ঞের কথা বেদে আছে। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অপর নাম উপনিষদ বা বেদান্ত। গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধিব্যবস্থা ও নানাবিধ যাগ যজ্ঞের কথা নিয়ে কর্ম্মকাণ্ড আর সন্ন্যাস আশ্রমের ব্রহ্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহের কথা লিপি-বদ্ধ আছে জ্ঞানকাণ্ডে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"বেদান্তই জগতের একমাত্র বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে; কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়িত ধর্ম্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টের, মুসলমান ধর্ম্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের জৈন ধর্ম্ম জৈনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্ম ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে ,তাহা স্বাভাবিক। যদি কখনও এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্ব্বল হয়, তবে তাহাদের ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা পড়িয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা এই বিপদ এড়াইয়াছি।

—ভারতে বিবেকানন্দ—

স্বামিজীর এই কথা কয়টির মধ্য দিয়া ঠাকুরের বাণীর ভাবার্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাই ঠাকুর বলছেন—'ঋষিদের সনাতন ধর্ম্ম অনন্তকাল আছে ও থাকবে—আর আধুনিক ধর্ম্ম কিছুকাল থাকবে আবার যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"আগে ঈশ্বর লাভ, তার পরে সৃষ্টি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রামমন্ত্র জপ ক'রতে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো 'মরা' 'মরা' জপ করো। 'ম' মানে ঈশ্বর আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। এককে জানলে সব জানা যায়। ১ এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে, অনেক হয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ কে পুছে ফেললে কিছুই থাকে না। ১ কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তারপর অনেক, আগে ঈশ্বর তারপর জীব জগৎ ” (পৃষ্ঠা-৬৩ পরিশিষ্ট)।

আলোচনা।

ঈশ্বরকে জানতে না পারলে—তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায় না। এই কারণে আমাদের দেশের প্রাচীন কালের মুনি ঋষিগণ সবার আগে করতেন তত্ত্বানুসন্ধান। অর্থাৎ ঈশ্বর কি বস্তু তাই তাঁরা আগে জানবার চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে গুরুগৃহে বাস ক'রে, জীবনের প্রথমভাগ তাঁদের শাস্ত্রপাঠ, গুরুসেবা ও ধ্যান ধারণাতেই অতিবাহিত হত। জ্ঞানলাভ ক'রে তার পরে তাঁরা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতেন। জ্ঞানলাভ ক'রে তাঁরা সংসারে প্রবেশ করতেন ব'লেই তাঁরা হতে পারতেন আদর্শ গৃহী।

কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে ? পাশ্চাত্য অনুকরণে অন্ধ হ'য়ে আমরা জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে মত্ত হ'য়ে ঘুরে মরছি—কেবলমাত্র এই বিজ্ঞানের উন্নতিতেই নাকি আমাদের দেশের এবং দশের উন্নতি হবে। তাই যদি হবে, তা হ'লে যে সকল দেশ আসুরিক শৌর্য্যে বীর্য্যে দেদীপ্যমান এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সৌধচূড়ায় সমাসীন, আজ তাঁদের মনে শান্তি নেই কেন ? তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে সদা শঙ্কিত হ'য়ে জীবন যাপন করছেন কেন ? নিয়ত এই অশান্তিকর ভীতি-বিহ্বল অবস্থাকে মৃত্যুযাতনার মতই অস্বস্তিকর বলা যেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা একটা মহা-পাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্য মানুষকে করতে হয়। যে জগৎ ঈশ্বর থেকে জাত, সেই ঈশ্বরকে জানতে না পারলে, জগৎকে বোঝা যাবে কেমন করে! যিনি দুধকে জানেন, তিনি ক্ষীর, দই, মাখন, ছানা প্রভৃতি জিনিষগুলো দেখলে বুঝতে পারেন যে এই সব দুধ থেকেই হ'য়েছে। তেমনি যিনি ঈশ্বরকে জানতে পেরেছেন, তিনি জীব জগৎ দেখলে বুঝতে পারেন যে এই সবের মূল উপাদান কারণ হয়েছেন ঈশ্বর। সৃষ্টি যে ঈশ্বরের লীলাবিশেষ তা জীব জগতের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা দেখে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। ঈশ্বর হ'য়েছেন চিরসত্য ও চির নিত্যবস্তু—কিন্তু তাঁর লীলারূপ এই জীবজগৎ অনিত্য। এই কারণেই তাঁরা নিত্যকে জেনে তার পরে তাঁর লীলা পরিদর্শন ক'রে বেড়ান।

অপর পক্ষে জড় বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরকে জানতে না পেরে ভগবানের লীলারূপ এই জগৎকেই সত্য এবং সার বস্তু ব'লে গ্রহণ ক'রে এর পঞ্চভূতের গবেষণা ও বিশ্লেষণ নিয়ে তাঁরা জীবন অতিবাহিত করছেন। এই ভ্রান্তির ফল দেখা দিচ্ছে রজ্জুতে সর্পভ্রমের আকারে—এই কারণেই চারিদিকে আগুন জ্বলছে।

এই আগুন যাতে নেভে সেই জন্যই ঠাকুর বলছেন—আগে ঈশ্বর তার পরে তাঁর জগৎ। এককে বাদ দিলে যেমন পরের শূন্যগুলির কোন মূল্য থাকে না, অথচ একের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় তাদের মূল্য কত বেড়ে যায়— তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবজগতের কোন মূল্য থাকে না, অর্থাৎ এক বিহীন শূন্যের মত পৃথিবীটাও শূন্যবৎ অর্থাৎ অশান্তি ও পাপের লীলাভূমি হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই তা হ'লে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?"

পৃষ্ঠা—৫৩ (৪র্থ ভাগ)

আলোচনা।

যুগে যুগে অবতার মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যখন পৃথিবীতে আসেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আসেন তাঁদের পার্ষদগণ। পার্ষদরা হলেন অবতারের লীলা সহচর। পার্ষদরা মুক্তি চান না। তাঁরা অবতারের কাজ করবার জন্য এবং তাঁর লীলা আস্বাদন করবার অভিপ্রায়ে এসে থাকেন। পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'লে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'-ভক্ত ভগবান তখন একাকার হয়ে যায়। ভক্তের তখন আর দ্বৈত বোধ থাকে না। ভক্তদের পূর্ণজ্ঞান দান করলে আর তাঁদের নাগাল পাওয়া যাবে না, আবার পার্ষদদের সাহায্য ভিন্ন ঠাকুরের কাজ সম্পন্ন হ'তে পারবে না। যখন পার্ষদদের দ্বারাই কাজ করতে হবে তখন পার্ষদদের সহযোগিতা চাই—সেই কারণেই ঠাকুর বলছেন পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে আর একবার বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হবেন, এই আনন্দ সংবাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠকগণ অবগত আছেন। কিন্তু তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতদিন পরে আসবেন সেই বিষয়ে কথামৃত গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই।

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের কাল সম্বন্ধে অবগত হয়েছি—আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের আত্মজীবনী—'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট থেকে যে স্বপ্নাদেশ শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর মহাশয় পেয়েছিলেন, সেই আদেশবাণীর মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুনরাবির্ভাবের কথা এবং ঐ আবির্ভাব কালের বিষয় সবিশেষ জানতে পারা যায়। 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থের যে অংশটাতে ঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের কথা লেখা আছে, সেই অংশটা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশে জগতের কল্যাণের জন্য এক বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণের ভার ৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় যখন গ্রহণ করতে রাজী হলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—"অন্নদা তুমি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ভার বহন করতে প্রস্তুত, তখন বলি শোন, তোমার কোন ভয় নেই। আমার দেহ রক্ষার বত্রিশ বৎসর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি; সেই দেহ রক্ষার সত্তর বৎসর পরে আবার যাব; এই ভাবে আমি আরও এগার বার অবতীর্ণ হব। যত দিন না বাংলার জন সাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তত দিন আমায় এই ভাবেই যেতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথাগুলি শুনে ৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা আপনি. বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতবারের দেহ রক্ষার বত্রিশ বৎসর পরে আপনি আবার আসছেন, তার কোন প্রমাণ আমরা পাব কি?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'হ্যাঁ, তার একটা ছোটখাটো প্রমাণ আমি বলে দিচ্ছি শোন,—দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী মূলে বাঁধান সিদ্ধাসনের উপর দিয়ে যে একটি বড় ডাল পড়ে আছে, বাংলায় আমার পুনরাবির্ভাব হবার পর, সেই ডালটী মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আসন মুক্ত ক'রে দেবে।'

—স্বপ্নজীবন—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ রক্ষার ঠিক বত্রিশ বৎসর পরে পঞ্চবটীর উক্ত ডালটী মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠাকুরের আসন মুক্ত ক'রে দিয়েছে। ঠাকুরের মুক্ত আসন আবার ঠাকুর গ্রহণ করেছেন। তিনি পুনরায় নরদেহ ধারণ ক'রে কিভাবে কোথায় বিচরণ করছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি কৃপা ক'রে যাঁকে ধরা দেবেন একমাত্র সেই ভাগ্যবান পুরুষই তাঁকে চিনতে পারবেন। বাংলার আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য ঠাকুর হয়ত গোপনে তাঁর কাজ তিনি ক'রে যাচ্ছেন, অথবা তাঁর ইচ্ছা কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। সাধারণে হয়ত তাঁকে হাতের কাছে পেয়েও ধরতে পারেনি বা পারবেও না, হয়ত বা আত্মগোপন ক'রে কাজ করতে পারলে তাঁর কাজ সুসম্পন্ন হ'তে পারবে। এই জন্যই বোধ হয় তাঁর গুপ্তভাবে যাওয়া আসা করতে হয়। তবে একথা ঠিক যে রামকৃষ্ণগত প্রাণ যে সকল ভক্ত আছেন, তাঁরা দুদিন আগেই হউক অথবা পরেই হউক, ঠাকুরের পরিচয় অবশ্য জানতে পারবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় নিশান

"ঐ দেখ, জগৎ জুড়ে উড়্ছে নিশান রামকৃষ্ণ জয়।
ও ভাই! রামকৃষ্ণ জয়, হের রামকৃষ্ণ জয়, শুন রামকৃষ্ণ জয়।
এখনও কি চিনলি না সবে, তোরা আর চিনবি রে কবে?
বিশ্বমাঝে উঠ্ছে ভেসে আপন গৌরবে;
ও ভাই, গরবে সে উঠ্ছে ফুটে, ওই টুট্ছে তামসচয়।
ভারতবাসী দেখনারে চেয়ে, বৃথা মোহে কেন মজিয়ে?
এমন গুরু কল্পতরু, কোথা পাবে খুঁজিয়ে;
ও ভাই, খুঁজলে তাঁরে পায়না ওরে আপনি এসে হয় উদয়।
এসেছিল আপনা সেজে, (ভেবে) দেখনা ওরে আঁখিটি বুজে,
কোন সাহসে দলে মিশে র'লি পাপে ম'জে!
ও ভাই ভাবনা তাঁরে 'কু' ভাবনা ছেড়ে তোর রবেনা দুঃখ ভয়।
তোদের দেশে তোদেরই কাজে এসেছিল তোদেরই বেশে,
ও ভাই, তোরা তাঁরে আপন করে রাখলি নে নিজে
সে যে বঙ্গ গৌরব স্বর্গ বৈভব, ছড়িয়ে গেল বিশ্বময়।
নিন্দুক মরে নিন্দার দহনে, তাদের কথা নিস্‌নে ভাই কাণে,
তারা, সবই পারে সবই করে অসূয়া গুণে;
ও ভাই, যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ,
ভবে তার তেমন ভোগ হয়॥
ও ভাই! বল রামকৃষ্ণ জয়, হের রামকৃষ্ণ জয়, শুন রামকৃষ্ণ জয়।
ঐ দেখ, জগৎ জুড়ে উড়্ছে নিশান রামকৃষ্ণ জয়॥"

—মা—

—সমাপ্ত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টব্য ঃ—

শ্রীমৎ সাধু সতীশ ভাই পরিচালিত শ্রীশ্রীঅন্নদা সেবাশ্রম কাঁচরাপাড়ার কাছে পলাশী গ্রামে অল্প দিন হ'ল স্থাপিত হয়েছে। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, জগজ্জননী ৺আদ্যামাতা ও শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজীউর নিত্যসেবা, পূজা, ভোগ ও আরতি আশ্রমবাসীগণ কর্ত্তৃক সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই সঙ্গে কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারের বালক বালিকা আশ্রমে লালিত পালিত হচ্ছে। সহৃদয় ভক্তজনের অর্থ সাহায্যে আশ্রমের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হ'য়ে থাকে। গৃহ নির্ম্মান বাবদ উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না হওয়ার দরুন কোন রকমে কয়েকখানা খড়ের চালা ঘর নির্ম্মাণ ক'রে আশ্রমের কাজ চলছে। এ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে। প্রবল ঝড় এবং বন্যার হাত থেকে আশ্রমকে রক্ষা করার জন্য পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। সহৃদয় জন-সাধারণের কাছে প্রার্থনা— তাঁরা উপযুক্ত সাহায্য দান ক'রে এই পবিত্র সেবা প্রতিষ্ঠানটী গড়ে তুলুন।

ইতি

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই

সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের কলিকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ—

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই
২সি, গোপাল মিত্র লেন
পোঃ—বাগবাজার, কলিকাতা—৩।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২।

২। ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই
২সি, গোপাল মিত্র লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা—৩।

৩। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১৯, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
ভবানীপুর।

অগ্রহায়ণ—১৩৬৬

প্রিণ্টার ঃ—
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীচৈতন্য প্রেস
২৩৩ নং, আপার চিৎপুর রোড,
বাগবাজার, কলিকাতা—৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi